VISION رؤيــة
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
عمادة البحث العلمي
رسائل إرشادية (١)

بيان مايفعله الحاج والمعتمر

تأليف
د. صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء

ترجمه إلى البنغالية
محمد معظم حسين خان

١٤٣٩هـ / ٢٠١٨م

عمادة البحث العلمي
Deanship of Academic Research

يوزع مجاناً ولا يباع

সাউদী আরব
উচ্চতর শিক্ষামন্ত্রণালয়
ইমাম মুহাম্মদ বিন সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
তথ্যমূলক গবেষণা বিভাগ

হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীর করণীয় কার্যাবলীর বিবরণ

মূল ঃ
ডঃ সালেহ বিন ফাউযান বিন আব্দুল্লাহ আল–ফাউযান
সদস্য, উচ্চ ওলামা পরিষদ

অনুবাদ ঃ
মোঃ মোয়াজ্জেম হোসাইন খান

১৪৩৮ হিঃ – ২০১৭ ইং

طبع بمطابع الجامعة

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

সূচী পত্র

১। উপস্থাপনা ---------- 1
(ভাইস চ্যান্সেলর)
২। হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারী কি করিবেন তাহার বর্ণনা – 2
৩। মীকাত বা ইহরাম বাঁধিবার স্থান সমূহ ---------- 5
৪। হজ্জের ইহরাম বাঁধিবার সময় ---------- 4
৫। ইহরামের পূর্বে যে সকল কাজ করিতে হয় ---------- 4
৬। ইহরামের অর্থ ---------- 11
৭। হজ্জের বিভিন্ন প্রকার ও
(তামাত্তু হজ্জ, কিরান হজ্জ ও ইফরাদ হজ্জ) ---------- 12
৮। ইহরামের সময় যে সব জিকির ও দোয়া করা
মুস্তাহাব ---------- 13
৯। কতিপয় সতর্কবাণী ---------- 17
১০। ইহরামের নিয়তের পর যে সব কাজ হারাম ---------- 20
১১। তানঈম ও জিইররানা মসজিদদ্বয়ে হাজীগণ যে
সব ভুল-ত্রুটি করেন সেই সম্পর্কে সতর্কবাণী --- 22
১২। হাজীগণ মক্কায় পৌছিয়া যাহা করিবেন ---------- 27
১৩। কয়েকটি জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় ---------- 30
১৪। তারভীয়ার দিনে হাজীগণ যাহা করিবেন ---------- 32
১৫। আরাফাতের ময়দানে অবস্থান ও সেখানে
করণীয় কাজ ---------- 33
১৬। জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় ---------- 35

১৭। মুজদালিফায় রাত্রিযাপন ---------- 35
১৮। ঈদের দিনে হজ্জের যে সকল কাজ করিতে হয় --- 36
১৯। জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয়াদি ---------- 38
২০। আইয়্যামে তাশরীকের দিনে হজ্জের যে সকল কাজ করিতে হয় ---------- 40
২১। পাথর নিক্ষেপ করিবার পদ্ধতি ---------- 41
২২। হজ্জের রুকন সমূহ ---------- 43
২৩। হজ্জের ওয়াজিব সমূহ ---------- 43
২৪। বিদায়ী তাওয়াফ ---------- 44
২৫। হজ্জের আমল সমূহ সম্পাদনকালে যে সব ভুল-ত্রুটি হয় সেইগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ------ 44
(ক) ইহরামের সময় ভুলত্রুটি ---------- 49
(খ) তাওয়াফের সময় ভুল-ত্রুটি ---------- 53
(গ) হজ্জ ও ওমরায় মাথার চুল ছাঁটিতে ভুলত্রুটি -- 56
(ঘ) আরাফাতের ময়দানে অবস্থান কালে ভুলত্রুটি --- 57
(ঙ) মুজদালিফায় অবস্থান কালে ভুলত্রুটি ------- 59
(চ) পাথর নিক্ষেপের সময় ভুল-ত্রুটি --------- 59
(ছ) রাসূলুল্লাহর মসজিদ যিয়ারতের সময় ভুল-ত্রুটি - 65
(জ) শরীয়তের বিধান অনুযায়ী কবর জিয়ারতের শর্তাবলী ---------- 68

تقديم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله، وعلى آله، وصحبه أجمعين، أما بعد:-

فيقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ ويقول رسول الله ﷺ: "خذوا عني مناسككم".

وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من منطلق تحقيق رسالتها، والقيام بأهدافها تهتم بالبحوث الشرعية والعلمية وغيرها خدمةً للمجتمع في نطاق اختصاصها، وتشارك مؤسسات الدولة – وفقها الله- في خدمة الحجاج، وإرشادهم للقيام بنسكهم على الوجه المشروع.

ومن هذا المنطلق تقوم الجامعة في كل عام بطباعة هذا الكتاب ((**بيان ما يفعله الحاج والمعتمر**)) **لمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور / صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء** وذلك بلغات متعددة.

وتنسق مع وزارة الثقافة والإعلام لتوزيعه على الحجاج في الوقت المناسب.

والجامعة إذ تقدم هذا العمل تشكر فضيلة مؤلفه جزيل الشكر على موافقته على إعادة طبعه في كل عام، واحتساب الأجر في ذلك عند الله - عز وجل -.

كما تشكر الجامعة كل من يسهم معها في توزيع هذا الكتاب على من يستفيد منه بما في ذلك وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والجهات العاملة في موسم الحج في المشاعر المقدسة، وسفارات خادم الحرمين الشريفين في الدول الإسلامية وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

ونسأل الله - عز وجل - أن يوفق حجاج بيته لأداء مناسكهم على الوجه المشروع، وأن يجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده على الجهود العظيمة التي تقوم بها لخدمة ضيوف الرحمن، وتهيئة السبل المعينة لهم على أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

ونسأله - سبحانه - أن يخلص النوايا، ويسدد الأقوال والأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه.

مدير جامعة

﴿ ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ
وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ
يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُونِ
يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٧﴾ ﴾ سورة البقرة

হে ওমরাহ পালনকারী ,

আপনার হজ্জ ও ওমরাহ এবং অন্যান্য যাবতীয় কাজ-কর্মে একমাত্র আল্লাহর জন্য আপন নিয়তকে খালেছ করিতে সচেষ্ট হউন। সাথে সাথে আপনার হজ্জ, ওমরাহ এবং অন্যান্য যাবতীয়

কাজ কর্ম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত (আদর্শ) অনুযায়ী সম্পাদনের চেষ্টা করুন ; যাহাতে আপনার আমল সহীহ শুদ্ধ হয় এবং আল্লাহর নিকট কবুল হয়। আপনারা জানিয়া রাখুন, নীচে বর্ণিত এই দুইটি শর্ত ছাড়া বান্দার কোন কাজই আল্লাহর নিকট গৃহিত হইবে না।

১। খালেছ নিয়ত (একমাত্র আল্লাহকে খুশী করিবার জন্য সকল কাজ করা)

২। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত অনুযায়ী শাশল (কাজ) করা অর্থাৎ কোন আমল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়মের বাহিরে হইলে মহান আল্লাহ তায়া' লা উহা কবুলই করিবেন না।

অতএব, যেহেতু বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই আপনার হজ্জ বা ওমরাহ শুরু করিবার আগেই নিম্নের উপদেশগুলি আপনাকে ভালভাবে পড়িয়া ও বুঝিয়া লইবার জন্য পরামর্শ দিতেছি। আরও একটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখিবেন, উহা এই যে, আপনার হজ্জ বা ওমরাহ পালনকালে ব্যায়ের টাকা-পয়সা যেন হালাল উপার্জন হইতে লওয়া হয়। কেননা, হাদীসে আসিয়াছে – " হারাম উপার্জনের টাকা পয়সা দিয়া হজ্জ করিলে সেই হজ্জ কবুল হয় না।"

প্রথমত ঃ ইহ্‌রাম বাঁধা ঃ

জানিয়া রাখিবেন, হজ্জ বা ওমরাহের সর্বপ্রথম কাজ হইল ইহ্‌রাম বাঁধা। অতএব, ইহ্‌রাম বাঁধিবার স্থান ও সময় সম্পর্কে আপনাকে অবশ্যই জানিতে হইবে। ইহ্‌রাম বাঁধিবার আগে কি কি করিতে হইবে, আর ইহ্‌রামের অর্থই বা কি তাহাও

ভালভাবে জানিতে হইবে। আপনার আরও জানিতে হইবে যে হজ্জ কত প্রকার। আপনি কোন্ হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধিবেন ? এবং ইহ্‌রাম বাঁধিবার সময় ও ইহ্‌রাম বাঁধিবার পরে কোন্ কোন্ কাজ করা 'মুহ্‌রিম'[১] ব্যক্তির জন্য হারাম, তাহাও আপনার জানা দরকার। অতএব, নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি একটু সতর্কতা সহ মনোযোগ দিয়া পড়ুন।

১। ইহ্‌রাম বাঁধিবার স্থান ঃ

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জ ও ওমরার ইহ্‌রাম বাঁধিবার 'মীকাত'[২] (স্থান সমূহ) নির্ধারিত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি হজ্জ বা ওমরাহ করিবার ইচ্ছায় মক্কাশরীফের দিকে যাইবে তাহার জন্য ইহ্‌রাম না বাঁধিয়া ঐসব স্থান পার হওয়া জায়েজ হইবে না।

ইহ্‌রাম বাঁধিবার ঐ সকল স্থানগুলি হইল ঃ

১. জুল হুলাইফা ঃ

ইহা আজকাল "বি'র আলী" [৩] অর্থাৎ 'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু' এর কূপ নামে পরিচিত। এই স্থানটি মদীনাবাসী ও অন্যান্য যাহারা স্থল পথে বা বিমান পথে মদীনা শরীফের দিক

---

(১) মুহ্‌রিম আরবী শব্দ। ইহার অর্থ যিনি ইহ্‌রাম বাঁধিয়াছেন। হজ্জ বা ওমরায় ইহ্‌রাম বাঁধিবার পর সুগন্ধি ব্যবহার, স্ত্রী সহবাস, শিকার ধরা, শিকার ধরিতে সাহায্য করা, বিবাহ করা, বিবাহ করানো নিষিদ্ধ।

(২) মীকাত ঃ অর্থাৎ ইহ্‌রামের জন্য শরীয়ত নির্ধারিত স্থান। এই সব স্থানগুলি স্বয়ং নবী (সাঃ) নির্ধারণ করিয়াছেন। কাজেই যিনি হজ্জ বা ওমরাহ করিতে মক্কা শরীফে প্রবেশ করিতে চাহিবেন তাহার জন্য এই সব মীকাতের কোন একটা হইতে ইহ্‌রাম বাঁধিয়া যাইতে হইবে, অন্যথায় সে গুনাহগার হইবে এবং এই জন্য তাহার উপর ফিদিয়া ওয়াজিব হইবে।

(৩) বি'র' অর্থ ঃ কূপ, বি'র আলী অর্থাৎ আলী'র কূপ।

হইতে মক্কায় আসিবে তাহাদের জন্য ইহরাম বাঁধিবার মীকাত।

২. আল জুহ্ফাহ্ ঃ

ইহা "রাবেগ" নামক স্থানের নিকটবর্তী একটি যায়গা, যাহা সমুদ্র উপকূলীয় পথের পার্শ্বে অবস্থিত ; কিন্তু লোকজন আজকাল রাবেগ হইতেই ইহরাম বাঁধে, উহা আসল মীকাতের অল্প একটু আগেই পড়ে। "আল-জুহফা" হইল মরক্কো, সিরিয়া ও মিসর অধিবাসী এবং যাহারা জলপথে, স্থলপথে কিংবা আকাশ পথে ঐসব দেশ হইয়া হজ্জ বা ওমরাহ্ করিতে আসিবে তাহাদের মীকাত।

৩. ইয়ালামলাম

ইহার বর্তমান নাম "আল-সা'দীয়াহ" ইয়ামেনবাসী এবং যাহারা জল, স্থল বা আকাশ পথে ইয়ামেনের দিক হইতে হজ্জ বা ওমরাহ্ করিতে আসিবে তাহাদের ইহ্রাম বাঁধিবার মীকাত।

৪. কারনুল মানাজেল ঃ

ইহার অপর নাম "আল-সাইল"। ইহা নাজদবাসী এবং স্থল বা আকাশ পথে যাহারা নাজ্দ হইয়া বা নাজদের এলাকার উপর দিয়া হজ্জ বা ওমরাহ্ করিতে আসিবে তাহদের ইহ্রাম বাঁধিবার মীকাত।

৫. জাত-ইরক্ব

ইহা ইরাকবাসী এবং যাহারা জলপথে অথবা স্থলপথে

ইরাকের দিক হইতে হজ্জ অথবা ওমরা আদায় করিতে আসিবে তাহাদের মীকাত।

৬. যাহাদের বসতি এই সকল মীকাত হইতে মক্কা শরীফের দিকে ভিতরে (মক্কার বাহিরে) তাহারা নিজ নিজ বাসস্থান হইতেই হজ্জ ও ওমরার ইহরাম বাঁধিবে। তবে যাহাদের বসতি মক্কাশরীফে তাহারা ওমরার ইহ্‌রামের জন্য হারামের বাহিরে চলিয়া যাইবে এবং সেখান হইতে ইহরাম বাঁধিয়া আসিবে। আর শুধু হজ্জ করিবার জন্য তাহারা নিজ নিজ ঘর হইতে ইহরাম বাঁধিয়া লইবে। (১)

এমনি ভাবে যে ব্যক্তি ঐ সকল মীকাত অতিক্রম করিয়া মক্কার দিকে যাইবার সময় হজ্জ বা ওমরার ইচ্ছা করে নাই ; কিন্তু ঐ মীকাত সমূহের কোন একটি মীকাত পার হইয়া মক্কার দিকে কিছুদূর চলিয়া যাইবার পর সে হজ্জ বা ওমরার নিয়ত করিল, তখন ঐ অবস্থায় সে যে স্থানে যাইয়া হজ্জ বা ওমরার নিয়ত করিবে সেই স্থান হইতেই ইহরাম বাঁধিবে (২) এবং ঐ নিয়ত করিবার স্থান হইতে ইহরাম বাঁধা ছাড়া মক্কা শরীফের দিকে আর অগ্রসর হইবে না। (৩)

(১) মক্কার বাসিন্দাদের হজ্জ আদায়ের ইহরামের জন্য তাহাদের মীকাতে যাইতে হইবে না বরং তাহাদের আপন ঘরই হবে ইহরামের স্থান। শুধুমাত্র ওমরার জন্য তাহারা (মক্কাবাসীগণ) হারামের বাহিরে যাইয়া ইহরাম বাঁধিয়া আসিবে।

(২) এমতাবস্থায় পুণরায় মীকাতে ফিরিয়া যাইবেনা।

(৩) যে ব্যক্তি ঐ মীকাত সমূহের উপর দিয়া যাইবেনা, সে তাহার নিজ পথে ঐ সব মীকাত বরাবর এলাকায় পৌঁছিয়াই ইহরাম বাঁধিবে।

হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধিবার সময় ঃ

হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধিবার সময় হইল ঐ সকল মাস মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁহার নিজের ভাষায় যেগুলির উল্লেখ করিয়াছেন ঃ (اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ)

(আল-হাজ্জ আশহুরুম মা'লুমাত)

" হজ্জের মাসগুলি সুবিদিত। " (১)

তাহা হইল শাওয়াল, জুল-ক্বা'আদাহ, এবং জুল হজ্জের প্রথম দশদিন। কিন্তু যদি কেহ ঐ দুই মাস দশদিনের পূর্বে হজ্জের ইহরাম বাঁধে তবে বেশীরভাগ আলেমগণের মত হইল, তাহাদের এই ইহরাম দ্বারা হজ্জ সহীহ হইবে না।

আর যদি কেহ ইহরাম বাঁধিয়া জিলহজ্জ মাসের দশ তারিখের ফজর হইবার পূর্বে আরাফা'র ময়দানে অবস্থান করে তবে তাহার হজ্জও সহীহ হইবে। আর ওমরার ইহরাম সব সময়ই বাঁধা যায়। (২)

৩। ইহ্‌রামের পূর্বে যে সকল কাজ করিতে হয় ঃ

কেহ যদি ইহরাম বাঁধিতে চাহে তাহা হইলে উহার প্রস্তুতি স্বরূপ নিম্নের কাজগুলি করা তাহার জন্য মুস্তাহাব ঃ

(১) প্রয়োজন অনুযায়ী হাত-পায়ের নখ কাটা, গোঁফ ছোট করা, দুই বগল ও গুপ্ত অংগের লোম পরিষ্কার করা। আর যাহা পরিষ্কার না করিলে তেমন কোন অসুবিধা হয় না উহা ঐ সময়

(১) সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত-১৯৭।
(২) ওমরার জন্য কোন মাস বা সময় নির্ধারিত নাই।

পরিষ্কার না করিলেও চলিবে। যেমন, আপনি যদি উহা কোন নিকটবর্তী সময়ে পরিষ্কার করিয়া থাকেন তবে তাহাই যথেষ্ট।

(২) সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছাইয়া গোসল করা, শরীরে লাগিয়া থাকা ঘাম ও যাবতীয় ময়লা দূর করা এবং এই সাথে গোসলের সময় লজ্জাস্থানের গোপনীয়তার ব্যবস্থা রাখা। একান্তই যদি গোসলের ব্যবস্থা না করা যায় তাহা হইলে গোসল না করিলেও চলিবে।

(৩) পুরুষ তাহার শরীরের মাপে বানান বা সেলাই করিয়া তৈয়ার করা যাবতীয় পোশাক যেমনঃ পাজামা, কামিজ, লুঙ্গি, গেঞ্জি, জাইংগা, সেলোয়ার, টাই, জোর্কা, পাগড়ি, কোট, মোজা ইত্যাদি খুলিয়া ফেলিবে এবং সে স্যান্ডেল পায়ে দিবে, তবে পায়ের টাখনু বা গোড়ালীর নীচে নামা আল–খুফফাইন[১] الخفين। ব্যবহার করা যাইবে। তবে "জাওরাবাইন"[২] الجوربين। ছাড়া অর্থাৎ জাওরাবাইন পরিধান করা যাইবে না।

ইহরামের চাদর দুইখানা পরিষ্কার সাদা হওয়া মুস্তাহাব।[৩] নুতনই হউক বা পুরাতনই হউক পাক–পরিষ্কার হইলেই চলিবে।

স্ত্রীলোকগণ বোরকা অথবা ঘোমটা বিশেষ করিয়া যাহা মুখের মাপে সেলাই করা হয়, তাহা খুলিয়া ফেলিবে এবং উহার

---

(১)–الخفين। আল–খুফফাইন ঃ ইহা চামড়ার তৈরী মোজা। ইহা অনেক সময় জুতা ছাড়াও পরা যায়। ইহা পরিলে পায়ের গিরা ঢাকিয়া থাকে।

(২) الجوربين।– আল জাওরাবাইন ঃ উহা কাপড়, পশম বা সূতার তৈরী সাধারণ মোজা। ইহা সাধারণতঃ জুতার সাথেই পরা হয়। ইহা পরিলে পায়ের নীচের গিরা ঢাকিয়া থাকে।

(৩) মুস্তাহাব অর্থ উত্তম, যাহা পসন্দনীয়, ভালো।

পরিবর্তে একখানা চাদর ব্যবহার করিবে যাহা দ্বারা পর পুরুষের নজর হইতে নিজেদের মাথা ও মুখমণ্ডল ঢাকিতে পারে। এইরূপ ঢাকনা যদি তাহাদের মুখের কিছু অংশ ঢাকিয়াও ফেলে তাহাতেও কোন দোষ নাই। সুতরাং মহিলাদের মাথায় আলাদাভাবে কোন পাগড়ী বা টোপর জাতীয় উঁচু কিছু যাহা চেহারা ঢাকিবার জন্য বাঁধিতে দেখা যায় উহা বাঁধিবার কোন দরকার নাই। অথচ কতক মহিলা এইরূপ করিয়া থাকে আসলে ইহা সুন্নাত নহে।

অনুরূপভাবে মহিলাগণ, হাতমোজা খুলিয়া ফেলিবে। বোরকা, ঘোমটা এবং হাতমোজা ব্যতীত যাহা পরিধান করিবার সাধারণ প্রচলন আছে অথচ সাজ গোজ বা সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্য নহে, এমন পোশাক পরিধান করিতে কোন দোষ নাই। মহিলাদের ইহরামের কাপড়ের জন্য বিশেষ কোন রং ও নির্ধারিত নাই। এতদসত্ত্বেও কতক সাধারণ মানুষের ধারণা যে, মহিলাদের ইহরামের জন্য বিশেষ করিয়া সবুজ রং এর কাপড় লাগিবে। আসলে এইরূপ ধারণার কোন ভিত্তি নাই। আবার যাহারা বলে যে, মহিলাদের সাদা কাপড় পরিয়া ইহরাম বাঁধিতে হইবে।আসলে ইহাও জায়েজ নহে ; কেননা, ইহাতে মহিলা ও পুরুষকে একই রকম দেখা যাইবে, তাই, এইরূপ করা যায়েজ হইবেনা।

(৪) গোসলের পর কোনরূপ সুগন্ধির ব্যবস্থা করিতে পারিলে তাহা শুধু গায়ে মাখিবে, ইহরামের কাপড়ে সুগন্ধি লাগাইবে না। ইহার পর ইহরামের নিয়ত করিবে। মহিলাগণ এমন সুগন্ধি ব্যবহার করিতে পারে যাহার সুবাস দূর পর্যন্ত ছড়ায় না।

৪। ইহরামের অর্থ

ইহরামের জন্য প্রস্তুতিমূলক উপরোল্লিখিত কাজ সমূহ শেষ হইলেই ইহরাম বাঁধিবেন। ইহরামের অর্থ হইল ঃ আপনি যে হজ্জ বা ওমরার ইবাদতে প্রবেশ করিবেন তাহারই নিয়ত করিবেন। আর যখনই উক্ত এবাদতে প্রবেশের নিয়ত (ইচ্ছা) করিবেন তখনই আপনার ইহরাম বাঁধা হইয়া যাইবে, মুখে কিছু বলেন আর না-ই বলেন।

ইহরামের নিয়তটা যদি কোন ফরজ নামাজের পরই করেন তবেই উত্তম হয়। আর, তাহা না পারিলে এবং নামাজ পড়া হারাম এমন ওয়াক্ত না হইলে (যেমন ফজরের পর, আছরের নামাজের পর) দুই রাকাত নামাজ পড়িয়া নিলে তাহাতে নিষেধ নাই।

আর যদি আপনি এমন সময় ইহরাম বাঁধেন যখন নামাজ পড়া নিষিদ্ধ, তখন কোন নামাজ পড়া ছাড়াই ইহরাম বাঁধিবেন।

আপনি যদি কাহারও পক্ষ হইতে বদলি হজ্জ অথবা ওমরা করিতে ইহরাম বাঁধেন, তাহা হইলে আপনি "ঐ লোকের পক্ষ হইতে হজ্জ বা ওমরা করিতেছেন"- তাহা ইহরামের সময় নিয়ত করিবেন। আর যদি এই সাথে মুখে মুখে নিয়তের সময় উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ عَنْ فُلَانٍ

"লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা আন ফুলান" অর্থাৎ "হে আল্লাহ ! আমি অমুক ব্যক্তির পক্ষ হইতে হজ্জ বা ওমরার নিয়ত করিলাম।" তাহা হইলে কোন দোষ নাই।

হজ্জ কয়েক প্রকার। হাজিগণ ইহার যে কোন একটির ইহরাম বাঁধিতে পারেন

হজ্জ তিন প্রকার ঃ—

১। তামাত্তু হজ্জ

২। ক্বিরান হজ্জ

৩। ইফ্‌রাদ হজ্জ

ইহার মধ্যে " তামাত্তু হজ্জ"ই সর্বোত্তম, ইহার পরই ক্বিরান হজ্জ এবং তাহার পর হইল ইফরাদ হজ্জ।

১। "তামাত্তু হজ্জে'র অর্থ হইল ঃ

আপনি হজ্জের মাস সমূহে মীক্বাত হইতে শুধু ওমরার নিয়তে ইহরাম বাঁধিয়া ওমরা আদায়ের পর ইহরাম খুলিয়া হালাল (স্বাভাভিক) হইয়া যাইবেন এবং হজ্জের জন্য মক্কা শরীফ হইতেই নূতন করিয়া ইহরাম বাঁধিবেন। আপনি যদি মক্কা শরীফের বাসিন্দা না হন তাহা হইলে তামাত্তু হজ্জ আদায় করিয়া 'ফিদইয়া' হ [১] দিবেন।

২। হজ্জে ক্বিরান বা ক্বিরান হজ্জের অর্থ হইল ঃ

আপনি মীক্বাত হইতে ওমরা ও হজ্জ একই ইহরামে আদায় করিবার জন্য নিয়ত করিয়া ইহরাম বাঁধিবেন। অথবা শুধু ওমরাহ করিবার জন্য ইহরাম বাঁধিয়া ওমরার "তাওয়াফ" শুরু

(১) ফিদইয়াহ অর্থ হইল ঃ একটি ছাগল যবেহ করিয়া মক্কা শরীফের মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করা, নিজে উহা হইতে কিছু গ্রহণ না করা এবং উহা হারামের এলাকার ভিতরেই যবেহ করিতে হইবে।

করিবার আগ মুহূর্তে হজ্জও করিবেন বলিয়া নিয়ত করিয়া লইবেন এবং (১০ই জিলহজ্জ) ঈদের দিন জামরায় পাথর মারা পর্যন্ত ঐ একই ইহরামে থাকিবেন। ইহার পর মাথা ন্যাড়া করিয়া ফেলিবেন এবং হজ্জ–তামাত্তু বা তামাত্তু হজ্জ পালনকারীর মত আপনি ফিদ্‌ইয়াহ্ প্রদান করিবেন।

৩। হজ্জে ইফ্‌রাদ

হজ্জে ইফরাদ বা ইফ্‌রাদ হজ্জের অর্থ ঃ আপনি মীকাত হইতে শুধু হজ্জের নিয়তে ইহরাম বাঁধিবেন এবং ঈদের দিন জামরায় পাথর মারা এবং মাথা ন্যাড়া করা পর্যন্ত আপনি এই ইহরামেই থাকিবেন। সামনে ইহার বিস্তারিত বর্ণনা আসিবে।

ইহরামের সময় ও ইহরামের পরে যে সমস্ত জিক্‌র ও দোয়া করা মুস্তাহাব

১। যদি আপনি হজ্জে তামাত্তুর ইহরাম বাঁধেন তাহা হইলে এই দোয়াটি পড়িবেন ঃ

" اللهم إني أريد الإحرام بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فيسرهالي وتقبلها مني ، أو لبيك اللهم عمرةً متمتعا بها إلى الحج "

বাংলায় উচ্চারণ ঃ " আল্লাহুম্মা ইন্নি উরিদুল ইহরামা বিল–উমরাতি, মুতামাত্তি আন বিহা ইলাল হাজ্জি,ফা ইয়াস্‌সিরহা লি,ওয়া তাক্বাব্বালহা মিন্নি।"

অথবা বলবে " লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা ওমরাতান মুতামাত্তিআন বিহা ইলাল হাজ্জ "।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমি ওমরার ইহরাম বাঁধিবার ইচ্ছা করিয়াছি, তামাত্তুর সাথে হজ্জও আদায় করিব ; অতএব উহা আমার জন্য সহজ কর এবং আমার ইহরাম কবুল কর।"

অথবা বলিবেন ঃ " হে আল্লাহ ! আমি হাজির হইয়াছি তোমার দরবারে, আমি ওমরার সাথে তামাত্তুসহ হজ্জ আদায় করিব।"

আর, কিরান হজ্জ আদায় করিতে চাহিলে বলিবেন ঃ

" اللهم إنى أريد الإحرام بالعمرة والحج "

উচ্চারণ ঃ " আল্লাহুম্মা ইন্নি উরিদুল ইহরামা বিল উমরাতি ওয়াল হাজ্জি"

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমি ওমরা ও হজ্জের ইহরাম বাঁধিতে ইচ্ছা করিয়াছি।" অথবা–

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً و حَجًا

উচ্চারণ ঃ " লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা ওমরাতান ও হাজ্জান"

অর্থঃ "হে আল্লাহ ! আমি তোমার দরবারে হাজির! আমি ওমরা ও হজ্জের ইহরাম বাঁধিলাম।"

৩। আর যদি কেহ ইফরাদ হজ্জের ইহরাম বাঁধেন তবে বলিবেন ঃ

اللهم إنى أريد الإحرام بالحج

উচ্চারণ ঃ " আল্লাহুম্মা ইন্নি উরিদুল ইহরামা বিল হাজ্জি"

অর্থ ঃ " হে আল্লাহ ! আমি হজ্জের ইহরাম বাঁধিতে মনস্থ করিলাম।"

অথবা বলিবেন ঃ

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا

উচ্চারণ ঃ " লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা হাজ্জান।"

অর্থ ঃ " হে আল্লাহ ! আমি আজ হাজির তোমারই দরবারে আমি হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়াছি।"

আপনি যদি অসুখ বোধ করেন এবং হজ্জ আদায় করিতে পারিবেন না বলিয়া ভয় করেন, তাহা হইলে আপনি ইহরাম বাঁধিবার সময় শর্ত আরোপ করিয়া নিয়ত করিতে পারিবেন এই বলিয়া যে,

فإن حبسنى حابس فمحلّى حيث حبستنى

উচ্চারণ ঃ "ফা ইন হাবাসাতনী হাবিসুন ফা মাহাল্লি হাইছু হাবাসাতনী"

অর্থ ঃ " যদি আমার হজ্জ পালনে কোন কিছু বাঁধা হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে যেই খানে আমাকে বাঁধা দিবে সেই খানেই আমার ইহরাম শেষ।"

অতএব যদি এইরূপ অবস্থায় বাঁধা প্রাপ্ত হইয়া আপনি হজ্জ আদায় করিতে না পারেন তবে আপনি ইহরাম ভঙ্গ করিয়া

হালাল হইয়া যাইবেন ; ইহাতে আপনার উপর কোন ফিদইয়াহ বা কুরবানী ওয়াজিব হইবে না। যেহেতু আল্লাহর কাছে আপনি যে শর্ত করিয়াছেন সেই শর্ত অনুযায়ী আপনার ইহরাম ভঙ্গ করিবার সুযোগ রহিয়াছে। হাদীসে এমনি উল্লেখ রহিয়াছে।

আপনি ইহরাম বাঁধিয়াই তালবিয়াহ উচ্চারণ করিয়া বলিবেনঃ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ .

উচ্চারণ ঃ " লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা ,লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান্নিআ' মাতা লাকা ওয়াল মুলক ,লা শারীকা লাকা।"

অর্থ ঃ " আমি তোমার দরবারে হাজির হে আল্লাহ ! আমি হাজির !! আমি হাজির তোমার দরবারে, তোমার কোনই শরীক নাই, আমি হাজির তোমার দরবারে !!

নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য, আর সকল নিআ' মত ও রাজত্ব তোমরাই।"

তোমার কোনই শরীক নাই," (আমি হাজির হইয়াছি তোমারই দরবারে।

পুরষগণ এই তলবিয়াহ উচ্চস্বরে বলিবে, অপরপক্ষে মহিলা গণ বলিবে চুপে চুপে।

কতিপয় সতর্কবাণী ঃ

ইহরাম বাঁধিবার পূর্বে যদি কোন মহিলার " হায়েজ " [১] শুরু হয় অথবা কোন মহিলার " নেফাস " [২] শুরু হয় , তখন ঐ মহিলা যথারীতি গোসল করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইবে, সুগন্ধি ব্যবহার করিবে এবং অন্যান্যদের মতই যথারীতি ইহরাম বাঁধিবে। আর ঠিক এমনিভাবে কোন মহিলা ইহরাম বাঁধিবার পর যদি তাহার "হায়েজ" বা "নেফাস" শুরু হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ মহিলা ইহরাম অবস্থায়ই থাকিবে এবং শুধু কা'বা শরীফের তওয়াফ করা ছাড়া হজ্জের অন্য সকল কাজ অন্যান্য হাজীদের মতই করিয়া যাইবে। হায়েজ বা নেফাস শেষ হইয়া গেলে কা'বা ঘরের তাওয়াফ যথারীতি আদায় করিবে। আর যদি ঐরূপ মহিলা তামাত্তু হজ্জকারীনী হইয়া থাকেন, এবং ঐ অবস্থায় আরাফা'র দিন আসিয়া পড়ে অথচ এখনও হায়েজ বা নেফাস শেষ হয় নাই, অর্থাৎ পবিত্র হইতে পারে নাই, তবে সে মহিলা ঐ অবস্থায় হজ্জের নিয়ত যোগ করিয়া " কেরান হজ্জ " পালনকারীনী হিসাবে গণ্য হইবে এবং আরাফার ময়দানে যাইয়া অবস্থান করিবে। একমাত্র কাবা'ঘরের তওয়াফ এবং সাফা

---

(১) হায়েজ ঃ আরবী শব্দ, ইহার অর্থ মেয়েদের মাসিক ঋতুস্রাব। এই সময় ঋতুবতী, মহিলার পক্ষে নামাজ পড়া, কোরান তেলাওয়াত, রোজা রাখা, পুরুষ সঙ্গম করা, কাবা ঘরের তাওয়াফ করা নিষিদ্ধ। ইহা প্রতি মাসে তিনদিন হইতে দশ দিন পর্যন্ত চালু থাকে।

(২) নেফাস ঃ আরবী শব্দ। ইহাও এক প্রকারের রক্তস্রাব যাহা মহিলাদের বাচ্চা প্রসবের পর অনুর্ধ চল্লিশদিন পর্যন্ত হইয়া থাকে। এই সময়ও ১নং টিকায় বর্ণিত কাজগুলি নিষিদ্ধ।

মারওয়ার সাঈ করা ছাড়া হজ্জের অন্য সকল কাজ কর্ম অন্য হাজীদের মতই যথারীতি সম্পন্ন করিবে। যখন ঐ মহিলা হায়েজ বা নেফাস হইতে পবিত্র হইবে, তখন ঐ বাকী রাখা তাওয়াফ ও সাঈ আদায় করিবে।

দ্বিতীয়ত ঃ

যাহারা উড়োজাহাজে চড়িয়া হজ্জ আদায় করিতে যাইবেন, তাহাদের উড়োজাহাজ কোন একটি মীকাত বরাবর পৌঁছিবার সাথে সাথেই তাহারা ইহরাম বাঁধিবেন। জেদ্দা বিমান বন্দরে অবতরণ করা পর্যন্ত ইহরাম বাঁধিতে বিলম্ব করা জায়েজ হইবেনা। কেননা, জেদ্দা তো বাইরের লোকের জন্য ইহরাম বাঁধিবার মীকাত নহে। শুধু জেদ্দাবাসীগণ জেদ্দা হইতে ইহরাম বাঁধিতে পারেন। অতএব উড়োজাহাজের আরোহীগণ জাহাজে উঠিবার আগে যদি গোসল করিয়া পাক-সাফ হইয়া ব্যবহারিক পোশাকের নীচে ইহরামের পোশাক পরিধান করিয়া লয় এবং তাহাদের জাহাজ যখন কোন মীকাতের নিকটবর্তী হইবে তখন সাধারণ পোশাক খুলিয়া শুধু ইহরামের পোশাক বাকী রাখিয়া ইহরামের নিয়ত করেন, তবে তাহাই অতিশয় উত্তম হইবে।

যদি বিমানের আরোহীর নিকট ইহরামের পোশাক না থাকে, তবে প্যান্ট বা পাজামা-সেলোয়ার শার্ট , পাঞ্জাবী যাহা গায়ে আছে যথারীতি উহাই পরিয়া থাকিবে ; মীকাত বরাবর আসিয়া পৌঁছিলেই গায়ের জামাটা খুলিয়া ঘাড়, পীঠ এবং বুকে জড়াইয়া ফেলিবে ও ইহরামের নিয়ত করিবে। বিমান বন্দরে

অবতরণ করিয়া ইহরামের পোশাক পাইলে তাহা পরিবে এবং প্যান্ট-পাজামা খুলিয়া ফেলিবে।

মহিলাদের যেহেতু ইহরামের জন্য বিশেষ পোশাক নির্ধারিত নাই, তাই বিমানের মধ্যে তাহারা সাধারণ পোশাকেই থাকিবে এবং ঐ সাধারণ পোশাকেই ইহরাম বাঁধিবে। তবে তাহারা বোরকা খুলিয়া ফেলিবে, বোরকার বদলে ওড়না পরিবে, দুই হাতের মোজাও খুলিয়া ফেলিবে। একটু আগেই ইহার বর্ণনা করা হইয়াছে। (১)

তৃতীয়ত ঃ

কতক হাজীগণ ইহরাম বাঁধিয়াই আজীবন হজ্জের স্মৃতি ধরিয়া রাখিবার জন্য ক্যামেরা দিয়া নিজেদের ফটো তুলিয়া লন। তাহাদের এইরূপ ফটো তোলাটা দুইটি কারণে হারাম ঃ

(১) ফটো তোলা গুনাহের কাজ এবং ইহা একটি কবিরা গুনাহ। (২) এই ফটো তোলার কাজটি "রিয়া" এর মধ্যে গণ্য হইবে। কারণ এই ধরনের হাজিগণ ইহরাম বাঁধিয়া নিজেদের ফটো এইজন্য তুলিয়া লন, যাহাতে তাহারা উহা লোকজনকে দেখাইতে পারেন যে, তাহার এইভাবে হজ্জ পালন করিতে

---

(১) মহিলাগণ তাহাদের কাপড় বা আ'বা দিয়া নিজেদের দুই হাতকে ভিন্ন পুরুষদের নজর ও ছোঁয়া হইতে ঢাকিয়া বাঁচাইয়া রাখিবে।

(২) হজ্জের সময় একটি কবিরা গুনাহের দ্বারা পবিত্র হজ্জ শুরু করা তাহাদের জন্য মোটেই শোভা পায় না।

ছিলেন। "রিয়া" [১]
সওয়াবের কাজকে নষ্ট করিয়া ফেলে। অতএব, হে মুসলামান ভাইগণ ! সতর্ক হউন !!

চুতর্থত ঃ

যে ব্যক্তি বদলি হজ্জ বা বদলি ওমরাহ করিতে আসিবে তাহার জন্য শর্ত হইল সে যেন " প্রথমে নিজের হজ্জ বা ওমরাহ আদায় করিয়াছে" এমন ব্যক্তি হয়।

পঞ্চমত ঃ

কতক হাজী সাহেব ইহরাম বাঁধিয়া ডান কাঁধ খোলা রাখেন। আসলে এইরূপ করা ঠিক নহে ; কেননা, এইরূপ কাঁধ খোলা রাখার নিয়ম শুধু তাওয়াফের সময়। [২]

৬। ইহরামের নিয়তের পর যে সব কাজ করা হারামঃ

১। পুরুষ হউক আর মহিলা হউক ইহরাম বাঁধিবার পর

(১) রিয়া অর্থ ঃ লোক দেখান কাজ বা লৌকিকতা, অর্থাৎ কোন কাজ আল্লাহকে খুশী করিবার উদ্দেশ্য বাদ দিয়া কোন ব্যক্তিকে খুশী করিবার বা কাহারও বাহ্‌বা পাইবার উদ্দেশ্যে করাকে রিয়া বলে। রিয়াকে বলা হয় সুক্ষ শিরক বা ছোট শিরক। সকলেরই ইহা ভাপ করা উচিত।
(২) তাওয়াফে কুদুমের সময় যাহা কাবাঘরের নিকট পৌঁছার সাথে সাথে আদায় করিতে হয়, তাহা হজ্জের সময়ও হইতে পারে আবার ওমরার বেলায়ও হইতে পারে।

তাহার জন্য শরীরে সুগন্ধি ব্যবহার করা হারাম। এমনকি ইহরামকারীর জন্য সুগন্ধি গ্রহণের ইচ্ছা করাও নিষিদ্ধ, যেমন সুগন্ধিযুক্ত খাদ্যদ্রব্য বা পানীয় বস্তু, সুগন্ধি মিশ্রিত তৈলজাত দ্রব্য সুবাস যুক্ত সাবান ইত্যাদি ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ।

২। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের জন্যই মাথার চুল এবং যে কোন উপায়ে শরীরের যে কোন স্থানের পশম উঠানো ও হাত পায়ের নখ কাটা হারাম।

৩। ইহরামকারী মহিলা এবং পুরুষের জন্য পশু-পাখী বা যে কোন প্রাণী শিকারা করা হারাম, এমনকি শিকার ধরিতে কোন উপায়ে ইঙ্গিত-ইশারায় সাহায্য-সহযোগিতা করা, দেখাইয়া দেওয়া ইত্যাদিও হারাম।

৪। ইহরাম বাঁধা মহিলা বা পুরুষের যৌন সংগম করা অথবা ঐ সম্পর্কিত কিছু করা যেমন- বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া, বিবাহের আক্বদ বা সংগমের আলোচনা করা ইত্যাদি হারাম।

৫। বিশেষ করিয়া পুরুষের জন্য পাগড়ী, টুপী ও গুতরা বা রুমাল যার দ্বারা মাথা ঢাকিয়া রাখা যায় উহা মাথায় ব্যবহার করা হারাম। তবে, ছাতা বা ঐ রূপ কিছু [১] ছায়ার জন্য ব্যবহার করিতে কোন দোষ নাই।

৬। পুরুষের জন্য কোন প্রকারের সেলাই করা কাপড় যেমন জুব্বা, পাঞ্জাবী, শার্ট, গেঞ্জি, মোজা ইত্যাদি ব্যবহার করা হারাম। তবে প্রয়োজনে খরচের জন্য টাকার তোড়া কোমরে বাঁধায় কোন দোষ নাই। অনুরূপ চশমা, ঘড়ি, স্যান্ডেল, খাটো

(১) যেমন গাড়ীর ছাদ বা তাবুর ছায়ায় থাকতে কোন দোষ নাই, হারাম নয়।

মোজা– যাহা পায়ের দুই টাখনুর (গোড়ালীর) নীচে থাকে তাহা পরিধান করায় দোষ নাই। ইহরাম অবস্থায় স্যান্ডেল ব্যবহার করা উত্তম।

৭। মহিলাদের জন্য বোরকা পরা ও নেকাব ব্যবহার করা হারাম, যাহা মুখের মাপে সেলাই করিয়া বানানো হয়। পশমের বা তুলার সুতায় বুনানো বা সেলাই করা হাত মোজা ব্যবহার করাও হারাম।

তানঈম মসজিদ ও জে'অরানা মসজিদে হাজীগণ যেসব ভুল করেন সেই সম্পর্কে সতর্কবাণী

১। তানঈম মসজিদে ঃ

তানঈম মসজিদের অবস্থা এমন হইয়াছে যে, অনেক হাজীগণ মনে করেন, মাসজিদুল হারামে যাইবার আগে তানঈমের মসজিদে নামাজ পড়িতে হইবে। আবার অনেক হাজী সাহেব তানঈমের মসজিদ হইতে ইহরাম বাঁধিবার উদ্দেশ্যে মীকাত পার হইবার সময় উক্ত মীকাত হইতে ইহরাম বাঁধেনা। আবার মক্কাশরীফে অবস্থানরত অনেক লোক ঐ মসজিদে যান। ঐ সকল হাজী সাহেবদের বিশ্বাস যে, অবশ্যই তানঈম মসজিদের বিশেষ কোন ফজিলত রহিয়াছে ; যেজন্য ওখানেই যাওয়া উচিৎ। সুতরাং এই বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন যে, তানঈম মসজিদ অন্যান্য মসজিদের সমপর্যায়েরই একটি মসজিদ এবং অন্য যে কোন মসজিদের তুলনায় এই তানঈম মসজিদের ফজিলত বেশী নয়। অতএব "তানঈম মসজিদের

গুরুত্ব বা ফজিলত বেশী" এইরূপ আ'কীদা বা বিশ্বাস লইয়া ঐ মসজিদে যাওয়াটা বিদ্‌আ'ত। কেননা, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলিয়াছেন ঃ

"مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ"

উচ্চারণ ঃ "মান আমিলা আ'মালান লাইসা আলাইহি আমরুনা ফাহুয়া রদ্দুন"।

অর্থ ঃ কেহ যদি এমন কোন কাজ করে যাহা আমাদের পদ্ধতি অনুযায়ী নহে, তবে তাহার ঐ কাজ গ্রহণীয় নহে।"

শুধু ঐ মসজিদের উদ্দেশ্য করিয়া উহাতে যাওয়া আসা করা না রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজের সাথে মিলে, আর না মিলে সাহাবাদের কাহারাও কাজের সাথে। মূলতঃ এই মসজিদটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে ছিলইনা, বরং নবীজীর যুগের অনেক পরে উহা তৈরী হয় এবং 'মসজিদ-ই-আয়েশা' বা হযরত আয়েশার মসজিদ বলিয়া নাম রাখা হয়। এইরূপ নামকরণের পিছনে কোন ভিত্তিও নাই। তবে এতটুকু সত্য যে, এই স্থান হইতে হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা একবার ইহরাম বাঁধিয়াছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে এইস্থানে যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা হইল " হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা-র মাসিক ঋতুস্রাব (হায়েজ) শুরু হওয়ার কারণে তিনি তাঁহার হজ্জের আগে আলাদাভাবে ওমরা করিতে পারেন নাই। তিনি ওমরা করিয়াছিলেন কিরান" হজ্জের সাথে। তাই তিনি হজ্জের পর আলাদাভাবে ওমরা আদায়ের আগ্রহে

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বারবার অনুরোধ করিয়া অনুমতি চাহিতে থাকেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তানঈম যাইয়া সেখান হইতে ওমরার ইহরাম বাঁধিতে বলিয়াছিলেন। যেহেতু ঐ তানঈমই ছিল মক্কা শরীফ হইতে সবচাইতে নিকটবর্তী "হিল" [1] অর্থাৎ হারামের বাহিরে অথচ মক্কার নিকটে অবস্থিত স্থান এবং আয়েশা (রাঃ) এর জন্য ঐ স্থান হইতে ইহরাম বাঁধাও সহজতর ছিল। "হিল" এলাকার অন্যান্য প্রান্তসীমার তুলনায় ঐ "তানঈম" এর আলাদা বা অতিরিক্ত কোন মর্যাদা নাই বা ছিল না। অতএব সাধারণ মানুষ যে বিশ্বাস করে অন্যান্য "হিল" এলাকার চাইতে তানঈমের ফজীলত ও মর্যাদা অনেক বেশী ইহা যে ভুল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অতএব, ঐরূপ আকীদা লইয়া ঐ মসজিদে যাওয়া বিদ্‌আত। আর, যে ব্যক্তি মীকাত হইতে ইহরাম না বাঁধিয়া তানঈম হইতে ইহরাম বাঁধিবে সে একটি হারাম কাজ করিল এবং ওমরা বা হজ্জের একটি ওয়াজিব ছাড়িয়া দিল। ইহাতে তাহার উপর একটি ফিদ্‌ইয়াহ ওয়াজিব হইবে। ফিদ্‌ইয়া হইল ঃ মক্কা শরীফে (হারাম এলাকায়) একটি ছাগল জবেহ্ করিয়া মক্কা শরীফের (হারামের) মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া। মীকাত হইতে ইহরাম না বাঁধিবার কারণে ঐ ব্যক্তির গুনাহ হইয়াছে।

---

(১) "হিল" ঃ হারাম এলাকার বাহিরের এলাকা। যেমন তানঈম ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকা।

এখন তাহাকে উল্লিখিত ফিদইয়া দিতে হইবে এবং তাওবাও করিতে হইবে।

যে ব্যক্তি মক্কাশরীফ পৌঁছিয়া মসজিদুল হারামে না গিয়া বরং আগে তানঈমের মসজিদে নামাজ পড়িবার জন্য ছুটিয়া যায় তাহার এই কাজটি বিদ্‌আত। ইহাতে সে শক্ত গুনাহগার হইবে। কারণ, যিনি ইহরাম বাঁধিয়াছেন তাহার জন্য বিধান হইল সে যদি শুধু ওমরা পালনকারী হয় তবে ইহরামের পর মক্কাশরীফে পৌঁছিয়া সর্ব প্রথম বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করিবে এবং সাফা-মারওয়া (দুইটি পাহাড়)এর মাঝখানের জায়গায় সাঈ করিবে (দৌড়াইবে)।

আর , যদি কেরান হজ্জ বা ইফরাদ হজ্জ পালনকারী হয় তাহা হইলে সে প্রথমেই " তাওয়াফ-ই কুদুম" করিবে। তানঈমের মসজিদে যাইবার দরকার নাই, অন্য কোন মসজিদেও যাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই।

হজ্জের আগে বা পরে হজ্জের মৌসুমে অথবা অন্য সময় একাধিক ওমরা করিবার জন্য মক্কা শরীফ হইতে তানঈমে যাওয়া উত্তম কাজ নয়। কেননা, হারাম শরীফে থাকিয়া নফল নামাজ পড়া ও কাবা শরীফের নফল তাওয়াফ করা বারবার তানঈম বা অন্যত্র যাইয়া ইহরাম বাঁধিয়া একাধিক ওমরা করার চাইতে অনেক উত্তম। এই সম্পর্কে আল্লাহ তায়া'লাই অধিক জানেন।

২। জিই'ররানাহ মসজিদ

" আল-জিইর্‌রানাহ" বা আল-জিইররানা দুই ধরনের উচ্চারণ। তবে 'জিইররানাহ' এই উচ্চারণটিই বেশী শুদ্ধ। 'জিইররানাহ' স্থানটি মক্কা শরীফ ও তায়েফের মাঝামাঝি অঞ্চলে অবস্থিত এবং মক্কার দিক হইতে একটু বেশী নিকটে। এই স্থানে যে মসজিদটি নির্মিত হইয়াছে উহা হারামের [১] এলাকার বাহিরে। ইহা অন্য কোন স্থানের মসজিদের চাইতে অত বেশী ফজিলত বা মর্যাদা সম্পন্ন নহে, যাহাটা সাধারণ মানুষের ধারণা। মূল ঘটনা হইল এইরূপঃ প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুনাইনের ময়দান হইতে মক্কা শরীফে ফিরিয়া আসিবার সময় পথে যখন জি-ইররানাহ নামক স্থানে পৌঁছিলেন তখন ওমরা আদায়ের নিয়ত করিলেন এবং ঐখান হইতেই ইহরাম বাঁধিয়া নিলেন।

প্রকৃতপক্ষে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা তাঁহার কোন সাহাবী কখনও মক্কা হইতে বাহির হইয়া ইহরাম বাঁধিবার জন্য "জিইরানাহ" যান নাই বা নামাজ পড়িবার জন্যও যান নাই। অথচ সাধারণ কিছু মানুষ মক্কা শরীফ হইতে বাহির হইয়া ওমরার ইহরাম বাঁধিবার জন্য এবং নামাজ পড়িবার জন্য জিইররানা নামক ঐ মসজিদে যাইয়া থাকে ; কিন্তু স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও এইরূপ করেন

(১) হারামের এলাকা বলিতে ঐ এলাকাকে বুঝায় যাহা মীকাত সমূহ হইতে কাবা শরীফের দিকে ভিতরে এবং হজ্জ বা ওমরার উদ্দেশ্যে ঐ এলাকায় প্রবেশ করিতে চাহিলে ইহরাম বাঁধিয়া ঢুকিতে হয়। এই এলাকার বাহিরে ছিল।

নাই। এমনকি তাঁহার সাহাবীগণের মধ্যে কেহই ঐ রকম কাজ করেন নাই। নির্ভরযোগ্য কোন আলেম-ওলামাও ঐরূপ কাজকে কখনও পছন্দও করেন নাই। শুধু কতিপয় সাধারণ মানুষ উহাকে সুন্নাত মনে করিয়া ঐরূপ করিয়া থাকে ; আসলে উহা সুন্নাত নহে। কারণ, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐখান হইতে ইহরাম বাঁধিয়া ছিলেন তখন যখন তিনি হুনাইন হইতে মক্কাশরীফের দিকে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। আর মূলতঃ ইহাতো সুন্নাত ঐ ব্যক্তির জন্য যিনি তায়েফের পথ হইয়া বা উহার দিক হইতে রওয়ানা হইয়া মক্কা শরীফে প্রবেশ করিতে চাহিবে। সে ঐ "জিইররানাহ" বা অন্য কোথাও তাহার পথে হারামের সীমানা হইতে ইহরাম বাঁধিয়া লইবে।

দ্বিতীয়ত ঃ হাজীগণ মক্কায় পৌছিয়া যাহা করিবেন

১। তামাত্তু হজ্জ পালনকারী যাহা করিবে ঃ

আপনি যদি তামাত্তু হজ্জ পালনকারী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি মক্কা শরীফ পৌছিয়াই আগে ওমরার কাজগুলি সমাধা করিবেন এইভাবে ঃ

(ক) প্রথমে বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করিবেন সাতবার, উহা "হাজরে আসওয়াদ" কালো পাথর হইতে শুরু করিবেন এবং "হাজরে আসওয়াদে" আসিয়া শেষ করিবেন।

(খ) এইভাবে সাতবার তাওয়াফ শেষ হইলে তাওয়াফের স্থান হইতে সরিয়া দুই রাকাত নামাজ পড়িবেন। এই দুইরাকাত

নামাজ সম্ভব হইলে "মাকামে ইবরাহীমের" পিছনে পড়া উত্তম। আর তাহা সম্ভব না হইলে হারামের মসজিদের যে কোন স্থানে দুই রাকাত নামাজ আদায় করিয়া ফেলিবেন। এই ক্ষেত্রে মুস্তাহাব হইল– আগে "**যমযম**" পানি পান করিয়া পরে সাফা পর্বতে যাওয়া এবং সাফা হইতে সাঈ (দৌড়) শুরু করিয়া মারওয়া পর্যন্ত যাওয়া, আবার **মারওয়া** হইতে সাফায় ফিরিয়া আসা। এইভাবে দুই পর্বতের মধ্যে সাতবার ওমরার জন্য দৌড়ানো।

(গ) প্রথম দৌড় "সাফা" পর্বত হইতে শুরু করিবেন এবং "মারওয়া" পর্যন্ত গেলে এক "সাঈ" হয়, আবার "মারওয়া" হইতে সাফায় পৌঁছিলে আর এক "সাঈ" হয়। এইভাবে সাতটি সাঈ করিতে হয়।

(ঘ) ইহার পর পুরুষ তাহার মাথার সমস্ত চুলের কিছু কিছু করিয়া "তাক্বছীর" [১] করিয়া (ছাটিয়া) ফেলিবে। আর মহিলা–গণ তাহাদের লম্বা চুলের আগা হইতে এক আঙ্গুল পরিমাণ কাটিয়া ফেলিবে, চাই সে চুল বেণী গাঁথাই হউক আর খোঁপা বাঁধাই হউক।

এইভাবে চুল কাটিয়া ফেলা পর্যন্ত আপনার ওমরা শেষ হইল এবং আপনি ইহরাম খুলিয়া হালাল হইয়া গেলেন। একটু আগে

---

(১) তাক্বছীর ঃ অর্থাৎ কম করা, এখানে হজ্জের পরিভাষায় ওমরা বা হজ্জের (সাঈর বা পাথর নিক্ষেপের) পর পূর্ণ মাথার সমস্ত চুলের আগা কাটিয়া বা ছাঁটিয়া ফেলিয়া ইহরাম ভঙ্গ করা। অনেক হাজী সাহেব না জানিয়াই মাথার তিন যায়গা হইতে তিন গোছা চুল কেঁচি দিয়া কাটিয়া ফেলাকেই তাকছীর বা কছর মনে করে, আসলে ইহাতে কছর আদায় হয়না।

আপনি ইহরাম অবস্থায় থাকার কারণে যে সব কাজকর্ম আপনার জন্য হারাম বা নিষিদ্ধ ছিল, এখন ইহরাম খোলার পর আবার ঐ সকল কাজ আপনার জন্য হালাল হইল।

ফায়দা ঃ ওমরার আরকান হইল ঃ ইহরাম বাঁধা, তাওয়াফ কার এবং সাঈ করা।

ওমরার ওয়াজিব সমূহ হইল ঃ মীকাত হইতে ইহরাম বাঁধা, সমস্ত মাথা ন্যাড়া করা অথবা পূর্ণ মাথার সমস্ত চুলেরই অগ্রভাগের কিছু কিছু করিয়া কাটিয়া ফেলা।

২। ক্বিরান হজ্জ আদায়কারী এবং ইফরাদ হজ্জ আদায়কারী মক্কায় পৌঁছিয়া যাহা করিবনে ঃ

আপনি যদি কিরান হজ্জ অথবা ইফরাদ হজ্জ আদায় করিবার জন্য মক্কাশরীফে পৌঁছেন, তাহা হইলে আপনার জন্য মুস্তাহাব হইল ঃ আপনি প্রথমেই বাইতুল্লাহ শরীফের সাত বার তাওয়াফ করিবেন। এই তাওয়াফকে বলা হয় "তাওয়াফ –ই – কুদুম" অর্থ আগমনি তাওয়াফ। এই তাওয়াফের পর দুই রাকাত "তাওয়াফের নামাজ" পড়িবেন।

যদি আপনি কিরান হজ্জ পালনকারী হন, তাহা হইলে আপনার কিরান হজ্জের "সাঈ" এখনই করিয়া ফেলিতে পারেন তাহা জায়েজ আছে, আবার ইচ্ছা করিলে হজ্জ শেষে তাওয়াফ – ই –ইফাদার পরেও করিতে পারেন, তাহাও জায়েজ আছে। আর আপনি যদি ইফরাদ হজ্জ পালনকারী হন তাহা হইলে আপনার তাওয়াফই কুদুমের পর দুই রাকাত তাওয়াফের নামাজ পড়িয়াই

হজ্জের সাঈ আদায় করিয়া ফেলিতে পারেন। আবার ইচ্ছা করিলে তাওয়াফই ইফাদার পরেও আদায় করিতে পারেন। তাহাও জায়েজ আছে। তাওয়াফে কুদুমের পর ঐ একই ইহরাম ঈদের দিন [১] পর্যন্ত থাকিবেন।

জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ ঃ

প্রথমত ঃ তাওয়াফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত

অন্তরে অন্তরে তাওয়াফের নিয়ত করা, মুখে কিছুই না বলা। যেহেতু নিয়তের স্থান ক্বালব বা অন্তর। পবিত্রতা, পূর্ণ পর্দা বজায় রাখা এবং যথাযথভাবে সাতবার তাওয়াফ করা। প্রত্যেক চক্করেই হাজরে আসওয়াদ হইতে শুরু করিয়া আবার হাজরে আসওয়াদে পৌঁছিয়া শেষ করা। তাওয়াফের সময় বাইতুল্লাহ শরীফকে হাতের বাম পার্শ্বে রাখিয়া বামদিকে চক্কর দিতে হইবে এবং "হিজরে ইসমাইলের" [২] বাহির দিয়া তাওয়াফ করিতে হইবে। যদি কেহ হিজরে ইসমাইলের ভিতরে ঢুকিয়া অপর দিক দিয়া বাহির হইয়া যায় তাহা হইলে তাহার ঐ চক্কর পূর্ণ হইবেনা; কারণ উহার বেশীর ভাগ যায়গাই কাবা শরীফের অন্তর্ভুক্ত।

---

(১) ঈদের দিন বলিতে জিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখ বুঝায়।

(২) হিজরে ইসমাঈল ঃ যাহা হাতীম-ই কাবা বলিয়া পরিচিত উহা মূলতঃ কাবা ঘরেরই অংশ। যাহা কাবা ঘরের উত্তর পার্শ্বে দেওয়াল দিয়া ঘেরা অবস্থায় দেখা যায়। অনুবাদক

দ্বিতীয়ত ঃ তাওয়াফ –ই – কুদুম এবং ওমরার তাওয়াফে পুরুষদের ডান কাঁধ খোলা রাখিয়া প্রথম তিন চক্করে "রমল" (১) করা মুস্তাহাব, যদি ঐ রমল করা সম্ভব হয় তবে ঘন ঘন কদম ফেলিয়া দ্রুত বা তাড়াতাড়ি হাটিবে।

তৃতীয়ত ঃ তাওয়াফ বা সাঈ'র জন্য নির্দিষ্ট কোন দোয়া নাই। তবে ঐ তাওয়াফ ও সাঈ'র সময় যে যাহা পারে বেশী বেশী করিয়া দোয়া করিবে। অথবা সুবহানাল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বলিবে। অথবা কুরআন শরীফ হইতে যতটুকু পারা যায় পড়িবে। হাজরে আসওয়াদের ওখানে ভীড় করিবে না। হাঁ, যদি সম্ভব হয় তবে হাত দ্বারা উহা ছুইবে এবং চুম্বন করিবে। আর অতটুকু সম্ভব না হইলে শুধু উহার বরাবর স্থানে আসিয়া উহার প্রতি ইশারা করিলেই চলিবে। "রুকনে ইয়ামানী"[২] ছুইতে পারিলে ছুঁইবে ; কিন্তু চুম্বন করিবেনা। আর যদি ছুইতে পারা সম্ভব না হয় তবে চলিয়া যাইবে – ইশারা করিতে হইবে না।

চতুর্থত ঃ সাঈ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হইল ঃ নিয়ত করিতে হইবে এবং সাঈ হজ্জ বা ওমরার তাওয়াফের পর হইতে হইবে এবং সাফা ও মারওয়ার মধ্যে যাওয়া আসা সাতবার পূর্ণ করিতে হইবে।

---

(১)তাওয়াফের সময় ঘন ঘন কদম ফেলিয়া একটু তাড়াতাড়ি হাঁটার ভঙ্গিকে রমল বলে।

(২) " রুকনে ইয়ামনী"– উহা হইল কাবা ঘরের দক্ষিণ পশ্চিম কোন, আর হাজরে আসওয়াদ কাবা ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে স্থাপন করা আছে।

পঞ্চমত ঃ তাওয়াফ অথবা সাঈ করিবার সময় যদি কোন ওয়াক্তের নামাজের ইক্বামাত হয়ে যায় তবে ঐ চলতি চক্কর পূর্ণ করা বাদ দিয়া আগে জামাতের সাথে নামজ আদায় করিয়া লইবে। সালাম ফিরাইলে এই চক্করগুলি ঐ স্থান হইতে শুরু করিবে এবং ইহার আগের চক্করগুলি হিসাবে ধরিয়া বাকি সংখ্যা পূর্ণ করিবে।

৩। তারভীয়ার দিনে যাহা করিবেন ঃ

"তারভীয়া"র[১] দিনটি হইল ৮ই জিলহজ্জ। তামাত্তু হজ্জ পালনকারী, যিনি ওমরা করিয়া ইহরাম ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহার জন্য এই দিনের প্রথম বেলায় হজ্জের ইহরাম বাঁধা মুস্তাহাব। অতএব, মীকাত হইতে ইহরাম বাঁধিবার পূর্বে যেমন ইহরামের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন তেমনই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করা, গোসল করা এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা ইত্যাদির পর তিনি যে স্থানে অবস্থান করিতে ছিলেন, সেখান হইতেই ইহরাম বাঁধিবেন। আর যাহারা ক্বিরান হজ্জ বা ইফরাদ হজ্জ পালনকারী তাহারা মীকাত হইতে যে ইহরাম বাঁধিয়া আসিয়াছিলেন ঐ ইহরামেই থাকিবেন এবং সকলেই যোহরের আগে মীনা ময়দানে যাইয়া উপস্থিত হইবেন। এই সময় বাইতুল্লাহ শরীফে তাওয়াফ করিতে যাইবেন না। বরং যার যার

(১) তারভীয়ার দিন অর্থাৎ ৮ই জিলহজ্জ। ঐ দিন রাখালগণ কুরবানীর পশুগুলিকে পানি পান করাইয়া থাকে এই 'তারভীয়া' অর্থাৎ পানি পান করানোর ঐ দিনকে আরবীতে "ইয়াউমুত্তারভীয়াহ" বলে, অর্থাৎ পানি পান করাইবার দিন।

ঘর বা তাবু হইতেই মিনা ময়দানের দিকে রওয়ানা হইয়া যাইবেন। মিনা ময়দানে যোহর, আছর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামাজ যথারীতি ওয়াক্তমত আদায় করিবেন। শুধু চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজগুলি কছর করিয়া দুই রাকাত করিয়া পড়িবেন। ৯ তারিখের রাত্রি মিনায় কাটাইবেন এবং মিনাতে ফজরের নামাজ আদায় করিবেন। জুল হজ্জের ৯ তারিখের রাত্রি মিনায় কাটানো সুন্নাত। আর উহা "তরক" করিয়া ফেলিলেও (ছাড়িয়া দিলেও) কোন দোষ নাই। যে ব্যক্তি মিনায় থাকিতেছে সে তারভীয়ার দিন (৮ই জিলহজ্জ) প্রথম বেলায় অন্যান্যদের মত মিনা হইতেই ইহরাম বাঁধিবে এবং নিজ গৃহ বা তাবুতেই অবস্থান করিবে।

৪। আরাফার ময়দানে অবস্থান ও সেখানে করণীয় কাজ ঃ

৯ই জিলহজ্জ সূর্য্য উদয়ের পর সকল হাজীসাহেবই ধীরস্থির এবং শান্তভাবে "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক লা– শারীকা লাকা " এই তালবিয়া পড়িতে পড়িতে আরাফার ময়দানের দিকে যাইবেন। আরাফায় পৌঁছিয়াই আরাফার সীমানা ভালভাবে জানিয়া লইবেন এবং যে স্থানে সম্ভব হয় সুবিধামত সে স্থানেই অবস্থান লইবেন।

আরাফাত পর্বতের দিকে আগাইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই, উহা দেখাও জরুরী নহে। জবল –ই – রহমত বা রহমতের

পাহাড়ে আরোহণও করিতে হইবে না। সূর্য্য যখন পশ্চিমে ঢলিয়া পড়বে তখন যোহর ও আছরের নামাজ "জমা 'তাকদীম" করিয়া অর্থাৎ আছরের নামাজ আগাইয়া আনিয়া যোহরের ওয়াক্তে একই সাথে পড়িবেন এবং "কছর" (চার রাকাতের স্থলে দুই রাকাত) পড়িবেন। এক আযান এবং দুই ইক্বামাতে দুই ওয়াক্তের নামাজ এক ওয়াক্তে আদায় করিবেন। অতঃপর কায় মনোবাক্যে আল্লাহর নিকট কাকুতি মিনতি করিয়া দোয়া করিবেন। দোয়ার সময় গভীরভাবে মনোনিবেশ করিবেন। দোয়ার সময় কেবলামুখী হইবেন। এইভাবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাটাইবেন। যখন সূর্য্য অস্ত যাইবে তখন হাজীগণ 'আরাফা' হইতে "মুজদালিফার" দিকে রওয়ানা হইবেন। যদি কেহ সূর্য্য অস্ত যাইবার আগেই আরাফা'র ময়দান হইতে বাহির হইয়া পড়ে তবে আবার তাহাকে আরাফায় ফিরিয়া আসিতে হইবে এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় থাকিতে হইবে। আর, যদি সে ঐ অবস্থায় আরাফায় ফিরিয়া না যায় তবে গুনাহগার হইবে এবং এই জন্য তাহার উপর একটি ফিদিয়া ওয়াজীব হইবে। সূর্য্য অস্ত যাইবার পর হাজীগণ যখন আরাফার ময়দান হইতে মুজদালিফার দিকে রওয়ানা হইবে তখন তাহারা যেন ধীরস্থির ও শান্তভাবে "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা ..... এবং "আস্তাগফিরুল্লাহ" বলিতে বলিতে পথ চলিতে থাকে।

জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ

যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পর আরাফায় পৌঁছিবে, তাহার জন্য আরাফায় কিছুক্ষণ অবস্থানই যথেষ্ট। এমনকি শুধু আরাফার

ময়দানের উপর দিয়া একটু হাটিয়া গেলেই তাহার আরাফায় অবস্থানের ফরজ আদায় হইয়া যাইবে। আরাফায় অবস্থানের সময় ১০ই জিলহজ্জ অর্থাৎ ঈদের দিন ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত।

৫। মুজাদলিফায় রাত্রিযাপন ঃ

হাজীগণ মুজদালিফায় পৌঁছিয়া জমা তা'খীর অর্থাৎ মাগরিবের নামজ পিছাইয়া এশার ওয়াক্তে এক আযান ও দুই ইকামাতে একই সময়ে দুই ওয়াক্তের নামাজ জমা করিয়া আদায় করিবে। এশার নামাজে কছর করিবে অর্থাৎ চার রাকাতের স্থলে দুই রাকাত পড়িবে। অতঃপর ঐ মুজাদালিফার ময়দানে রাত্রিযাপন করিবে। রাত্র অর্ধেক হইলে দুর্বল লোক যেমন মহিলা শিশু, বৃদ্ধ এবং প্রয়োজনে তাহাদের খেদমতের জন্য ক্ষমতাসম্পন্ন জোয়ান লোকদেরও মুজদালিফা হইতে মিনায় রওয়ানা হওয়া জায়েজ আছে। আর ক্ষমতা সম্পন্ন লোক যাহাদের সাথে কোন দুর্বল লোক নাই তাহাদের পক্ষে ফজর পর্যন্ত মুজাদলিফায় অবস্থান করা উত্তম। যাহাতে তাহারা মুজদালিফার প্রান্তরে প্রথম ওয়াক্তে ফজরের নামাজ পড়িয়া সূর্যোদয়ের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত আল্লাহর নিকট দোয়া ফরিয়াদে মশগুল থাকিতে পারে। সূর্যোদয়ের অল্প কিছু পূর্বে হাজীগণ মুজদালিফা হইতে মিনা ময়দানের দিকে রওয়ানা হইবে। মনে রাখিবেন ! রাত অর্ধেক না হওয়া পর্যন্ত মুজদালিফা হইতে মিনায় রওয়ানা হওয়া জায়েজ হইবে না। যদি কেহ রওয়ানা করিয়া ফেলে তবে সে মুজদালিফায় ফিরিয়া না আসিলে গুনাহগার হইবে এবং এই জন্য

তাহার ফিদিয়া দিতে হইবে। কেননা, মুজাদালিফায় রাত্রিযাপনটা হজ্জের অন্যান্য ওয়াজিবের মত একটি ওয়াজিব আমল। আর, রাত্রিযাপনের সবচাইতে অল্প পরিমাণ হইল অর্ধেক রাত্র । হাঁ, যদি কেহ অর্ধেক রাত্রির পর মুজদালিফায় যাইয়া পৌঁছে তবে তাহার জন্য অল্প সময় এমনকি শুধুমাত্র মুজদালিফার উপর দিয়া চলিয়া গেলেও তাহার ওয়াজিব আদায় হইয়া যাইবে।

৬। হজ্জের যে সকল কাজ ঈদের দিনে করিতে হয়

হাজীগণ মুজাদলিফা হইতে মিনায় রওয়ানার সময় মুজাদলিফা হইতে অথবা তাহাদের চলার পথ হইতে সাতটি ছোট্ট পাথর (কঙ্কর) কুড়াইয়া লইবে যাহা মিনায় পৌঁছিয়া জামরায় নিক্ষেপ করিবে। প্রত্যেকটি পাথর এক একটি ছোলার চাইতে একটু বড় দেখিয়া লইবে। মিনায় পৌঁছে প্রথমতঃ "আল-জামরাতুল কুবরা" (বড় জামরা)তে পর পর সাতটি পাথর মারা মুস্তাহাব। এক একটি পাথর নিক্ষেপের সময় হাত উঁচু করিয়া বলিবে ঃ 'আল্লাহু আকবার' । নিক্ষিপ্ত প্রতিটি পাথরই জামরার চারপার্শ্বে বানানো হাউজের মধ্যে ফেলিতে হইবে। পরে চাই উহা হাউজে থাকুক বা বাহিরে পড়িয়া যাক। ১০ই জিলহজ্জের মধ্যরাত হইতে " জামরাতুল আক্বাবাহ" অর্থাৎ আকাবার জামরায় পাথর নিক্ষেপের সময় শুরু হয় এবং ঐ দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত চালু থাকে। শক্তিশালী ও ক্ষমতাবানদের জন্য ঐ দিন সূর্যোদয়ের পর হইতেই পাথর নিক্ষেপ শুরু করা উত্তম।

যাহাদের "হাদী" [১] আছে যেমন তামাত্তু হজ্জ পালনকারী এবং কিরান হজ্জ আদায় কারীগণ ঐ দিন জামরায় পাথর নিক্ষেপ করিয়া হাদীর পশু কুরবানী করিবে। কুরবাণীর সময় শুরু হয় ১০ই জিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর হইতে ১৩ই জিলহজ্জ সূর্য্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ ঈদের দিন এবং তাহার পরবর্তী আরও তিনদিন। এই কুরবানীর গোস্ত নিজে খাওয়া, কাহাকেও হাদিয়া বা উপহার দেওয়া এবং উহা হইতে গরীব দুঃখীকে দান করা মুস্তাহাব। হাদী বা কুরবানীর পশু জবেহ্ করিবার পর মাথা ন্যাড়া করিবে অথবা মাথার সমস্ত চুল খাটো করিয়া কাটিবে। মহিলাগণ শুধু তাকছীর করিবে অর্থাৎ (বেণীর) অগ্রভাগ হইতে এক আঙ্গুল পরিমাণ কাটিয়া ফেলিবে অথবা বেণী গাঁথা না থাকিলে সমস্ত চুল একত্রে ধরিয়া উহার অগ্রভাগ হইতে এক আঙ্গুল পরিমাণ কাটিবে।

(১০ই জিলহজ্জ) হাজী সাহেবানদের "জামরাতুল আক্বাবায়" পাথর নিক্ষেপ এবং মাথা ন্যাড়া অথবা মাথার সমস্ত চুলের অগ্রভাগ কাটিবার পর তাহারা ইহ্‌রাম হইতে হালাল হইয়া যাইবে। ইহরামের কারণে তাহাদের জন্য যাহা কিছু করা হারাম হইয়াছিল তাহা এখন হালাল হইল যেমন – খুশীমত কাপড় পরিধান করা, খুশবু (সুগন্ধি) ব্যবহার করা ইত্যাদি। শুধু স্ত্রী সহবাস ও যৌনাচার করা যাইবে না যে পর্যন্ত তাওয়াফ –ই – ইফাদা করা না হইবে।

১০ই জিলহজ্জ পাথর নিক্ষেপ করা, কুরবাণী করা, মাথা ন্যাড়া করা অথবা চুল ছাঁটা ইত্যাদির পর যদি সম্ভব হয় তবে

(১) হাদী অর্থাৎ কুরবানীর পশু। তামাত্তু হজ্জের হাদী এবং কিরান হজ্জের হাদী একই রকম। ইফরাদ হজ্জ পালন করিলে কুরবানী লাগেনা।

কুরবাণী আদায় হইবে। কুরবানী বা হাদীর পশুগুলি নিষ্কলঙ্ক ও দোষত্রুটি মুক্ত হইতে হইবে। যেমন- রুগ্ন, বৃদ্ধ, অতিশয় শুকনা, কানা, অন্ধ, লেংড়া ও অংগ হানি হইয়াছে এমন পশু দ্বারা যেমন কুরবানী হইবে না, তেমনই ইহা দ্বারা হাদীও আদায় কারা চলিবে না। হাজী সাহেব কুরবানী করিয়া ফেলিয়া দিবে- তাহা জায়েজ হইবেনা ; বরং উহার গোস্তের যত্ন করিতে হইবে। উহার গোস্ত কিছু নিজেও খাইবে, ফকীর-মিসকীন ও যাহারা ঐ গোস্ত পাইবার যোগ্য তাহাদের মধ্যে উহা বন্টনও করিয়া দিবে, অথবা যথেষ্ট করিয়া পুরাটাই তাহাদিগকে দিয়া দিবে, অথবা গরীব-মিসকীন, ক্ষুধা-নাংগা দিগের কাছে পৌঁছাইবার জন্য কাহাকেও দায়িত্ব দিবে।

৪। যে ব্যক্তি হাদী বা কুরবানীর পশু যোগাড় করিতে না পারিবে তাহার পক্ষে দশটা রোজা রাখিতে হইবে। উহার তিনটি রোজা হজ্জের সময়ই রাখিতে হইবে। তাহা আরাফার ময়দানে যাইবার (অর্থাৎ ৯ তারিখের) আগেই আদায় করা উত্তম। ঐ তিনটি রোজা আইয়ামে তাশরীক (১১,১২ ও ১৩ই জিলহজ্জ) রাখিলেও আদায় হইবে। বাকী সাতটি রোজা দেশে পরিবার পরিজনের কাছে পৌঁছিয়া রাখিবে।

৭। আইয়ামে তাশরীক্ব এবং হজ্জের যে সকল কাজ ঐ দিনগুলিতে করিতে হয় ঃ

আইয়ামে তাশরীক্ব হইল ঃ ১১,১২ ও ১৩ই জিলহজ্জের দিনগুলি। এই দিনগুলিতে হাজীদের যে সকল কাজ করিতে হয় তাহা দুই ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

১। ঐ দিনগুলির রাত্রে মিনা ময়দানে থাকা, যাহাতে যথা সম্ভব রাতের অধিকাংশ সময় মিনাতেই কাটানো হয়। কেননা, মিনায় রাত কাটানো হজ্জের অন্যান্য ওয়াজিবের ন্যায় একটি ওয়াজিব। আর, যদি বিনা কারণে মিনাতে রাত্রিযাপন না করে তাহা হইলে গুনাহগার হইবে এবং এইজন্য তাহার উপর ফিদিয়া ওয়াজিব হইবে।

২। ঐ দিনগুলিতে প্রতিদিন সূর্য্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িবার পর তিনটি জামরায় পাথর নিক্ষেপ করা। প্রত্যেক নামাজ উহার নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা, চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজগুলিতে "কছর" অর্থাৎ দুই রাকাত করিয়া পড়া এবং জমা না করা, অর্থাৎ এক ওয়াক্তের নামাজ অন্য ওয়াক্তের সাথে না পড়া।

৮। পাথর নিক্ষেপ করিবার পদ্ধতি ঃ

১১ই জিলহজ্জ হাজী সাহেবদের থাকার যায়গা অথবা চলার পথ হইতে ২১টি ছোট পাথর যাহা ছোলার চাইতে অল্প একটু বড় হইবে সাথে লইয়া প্রথমতঃ জামরা-ই-ছোগরা অর্থাৎ ছোট জামরায় যাইবে যাহা মিনার পরেই অবস্থিত, উহার উপর সাতটি পাথর একের পর এক নিক্ষেপ করিবে। প্রতিটি পাথর হাতে লইয়া হাত উঁচু করিবে এবং বলিবে " আল্লাহু আকবার " অর্থাৎ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। পাথরগুলি যেন অন্ততঃ জামরার হাউজের মধ্যে পড়ে, সেই দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং নিশ্চিত হইতে হইবে যে উহা হাউজের মধ্যে পড়িয়াছে।

অতঃপর "আল-জামরাতুল উস্তা" অর্থাৎ মাঝারী জামরায় আসিবে এবং উহার উপরও সাতটি পাথর নিক্ষেপ করিবে। অবশেষে "আল-জামরাতুল কুবরা" অর্থাৎ বড় জামরায় আসিবে এবং আগের দুইটির মত এই বড়টিতেও সাতটি পাথরই নিক্ষেপ করিবে।

ঠিক একই নিয়মে ১২ই জিলহজ্জ সূর্য্য পশ্চিমে ঢলিবার পর তিনটি জামরায় সাতটি করিয়া পাথর নিক্ষেপ করিবে। এখন ১২ই জিলহজ্জ পাথর নিক্ষেপ করার পর তাড়াতাড়ি হজ্জের কাজ শেষ করিতে চাহিলে সূর্য্য অস্ত যাইবার আগেই মিনা ময়দান হইতে রওয়ানা হইতে পারিবে, ইহা জায়েজ আছে। আর, যদি ১২ই জিলহজ্জ মিনা ময়দানে থাকা অবস্থায় কাহারও সূর্য্য ডুবিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে ঐ রাত্রি মিনা ময়দানেই কাটাইতে হইবে এবং ১৩ই জিলহজ্জ সূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িবার পর আগের ন্যায় তিনটি জামরায় সাতটি করিয়া পাথর নিক্ষেপ করিতে হইবে। ইহাকেই বলা হয় "আত্তাখীর" অর্থাৎ দেরী করা। ১৩ই জিলহজ্জ পর্যন্ত মিনায় দেরী করা ১২ই জিলহজ্জ সূর্য্য অস্ত যাইবার আগে তাড়াতাড়ি মিনা ময়দান হইতে বাহির হওয়ার চাইতে উত্তম। যাহারা পাথর নিক্ষেপ করিতে অক্ষম যেমন রোগী, গর্ভবতী মহিলা, শিশু এবং অতি বৃদ্ধ মানুষ তাদের পক্ষে পাথর নিক্ষেপের জন্য অন্য কাহাকেও প্রতিনিধি নিযুক্ত করার বৈধতা আছে। (১)

(১) অন্যের পাথর নিক্ষেপের জন্য যিনি উকিল বা প্রতিনিধি হইবেন তিনি প্রথমে নিজের পক্ষ হইতে পাথর নিক্ষেপ করিবেন, তাহার পর অন্যের পক্ষ হইতে পাথর মারিবেন এবং প্রত্যেক জামরায় একই স্থান হইতে সকলের পক্ষ হইতে পাথর নিক্ষেপ করিতে পারিবেন যাহাতে কষ্ট কম হয়।

ফায়েদাহ ঃ

" আরকানুল হজ্জ আরবাআ'তুন" অর্থাৎ হজ্জের রোকন চারটি যথা ঃ

১। ইহরাম বাঁধা

২। আরাফার ময়দানে অবস্থান করা

৩। তাওয়াফ-ই-ইফাদাহ করা

৪। সাঈ করা।

যদি কেহ এই চারটি রোকনের কোন একটি রোকন ছাড়িয়া দেয়, তবে উহা আদায় না করা পর্যন্ত তাহার হজ্জ পূর্ণ হইবে না।

"ওয়াজিবাতুল হজ্জ সাবআতুন" অর্থাৎ হজ্জের ওয়াজিব সাতটি ঃ

১। মীক্বাত হইতে ইহরাম বাঁধা।

২। আরাফার ময়দানে সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করা।

৩। মুজদালিফার প্রান্তরে রাত্রিযাপন করা।

৪। আইয়্যামে তাশরীকের রাত্রিগুলি মিনায় কাটানো।

৫। তিন জামরায় পাথর নিক্ষেপ করা।

৬। মাথা ন্যাড়া করা অথবা পূর্ণমাথার সমস্ত চুলের আগা কাটিয়া ফেলা।

৭। বিদায়ী তাওয়াফ করা।

হজ্জের কোন একটি ওয়াজিব যাহার ছুটিয়া যাইবে উহার জন্য তাহার উপর একটি ফিদিয়া ওয়াজিব হইবে ; যাহা মক্কা শরীফে যবেহ্ করিতে হইবে এবং হারাম শরীফের মিসকীনদের

মধ্যে বন্টন করিতে হইবে, উহা হইতে নিজে একটুও খাইতে পারিবেনা।

৯। বিদায়ী তাওয়াফ ঃ

হাজী সাহেব হজ্জের সমস্ত কাজ কর্ম সমাধা করার পর যখন দেশে ফিরিবার ইচ্ছা করিবেন তখন বাইতুল্লাহ শরীফের সাত চক্কর বিদায়ী তাওয়াফ না করিয়া তাহার দেশে রওয়ানা হওয়া জায়েজ হইবে না। এই বিদায়ী তাওয়াফের পর গাঈ লাগিবেনা। আর, আগে যদি তিনি ইফাদার তাওয়াফ না করিয়া থাকেন এবং গাড়ীতে উঠিবার পূর্বক্ষণে ইফাদার তাওয়াফ আদায় করেন তাহা হইলে আলাদাভাবে আর বিদায়ী তাওয়াফ করিতে হইবে না। ঋতুবতী বা নেফাস ওয়ালী মহিলাদের বিদায়ী তাওয়াফ করিতে হইবে না। তাহারা বিদায়ী তাওয়াফ ছাড়াই দেশে রওয়ানা হইতে পারিবে।

হজ্জের আমল সমূহ সম্পাদন কালে বিভিন্ন প্রকার ত্রুটি–বিচ্যুতি যাহা অনেক হাজী সাহেবই করিয়া থাকেন সেই গুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ

এই সকল ভুলের মধ্যে কিছু আকীদার সাথে সম্পর্কিত, আবার কিছু আছে প্রত্যক্ষভাবে হজ্জের আমল সমূহের সাথে সম্পর্কিত। যে সকল ভুল–ভ্রান্তি মৌলিক ধর্ম–বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত যেমন ঃ অনেক হাজী সাহেব মক্কায়ই হউক আর মদীনায়ই হউক তাহারা মৃত ব্যক্তিদেরকে উছিলা করিবার জন্য

এবং তাহাদের ফয়েজ ও বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে কবরস্থান সমূহে চলিয়া যায় অথবা কবরবাসীদের ফজীলতের দোহাই দিয়া আল্লাহর নিকট দোয়া করে এবং অনুরূপ নানাবিধ শিরকী ও বেদআতি কর্মকাণ্ড করিয়া থাকে, যাহা কবর যিয়ারতের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত বিরোধী কাজকর্ম। এই সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত হইল ঃ কবর যিয়ারত করা হবে শিক্ষাগ্রহণ, মৃত ব্যক্তির কবরের অবস্থা অনুধাবন ও আখেরাতের স্মরনের উদ্দেশ্যে। এই সাথে মৃত মুসলিমদের জন্য মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করা, তাহাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও রহমাত প্রার্থনা করা। কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ভ্রমণের প্রস্তুতি লইয়া কোন দূরের যাত্রায় যেন যাওয়া না হয়। কবর যিয়ারত শুধু পুরুষদের জন্য ; মহিলাদের জন্য নহে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ

" كُنْتُ نهيتكم عن زيارة القبور . ألا فزروها فإنّها تذكرة للآخرة "

উচ্চারণ ঃ "কুনতু নাহাইতুকুম আন জিয়ারাতিল কুবুর, আলা ফাযুরু–হা, ফাইন্নাহা তাজকিরাতুল লিল–আখিরাহ" ।

অর্থঃ "ইতি পুর্বে আমি তোমাদিগকে কবর যিয়ারত করিতে নিষেধ করিতাম, শোন, এখন হইতে তোমরা কবর যিয়ারত করিও, কেননা, "কবর যিয়ারত" আখেরাতকে স্মরণ করাইয়া দেয়।"

আদেশটি ছিল শুধু পুরুষদের জন্য, কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর যিয়ারত কারীনী মহিলাদের উপর লা'নত (অভিসম্পাত) করিয়াছেন। যখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর যিয়ারত করিয়াছেন তখনই তাঁহার সাহাবাগণের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করিয়া তাহদের জন্য ক্ষমা ও রহমাত চাহিয়াছেন। কবর যিয়ারতে ইহাই ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত (আদর্শ) যে, ঐ কবর যিয়ারত হইবে যিয়ারতকারীর শিক্ষাগ্রহণ ও উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে। সর্বোপরি মৃতের জন্য ক্ষমা ও রহমাত চাহিয়া আল্লাহর নিকট দোয়া করা (১)।

আর যে সমস্ত কবরের পার্শ্বে দোয়া পাইবার জন্য অথবা ঐ কবরবাসীর ফয়েজ ও বরকত পাইবার (হাসিলের) আশায় বা বিশ্বাসে অথবা ঐ সকল কবরবাসীদের উছিলা অথবা তাহাদের শাফাআ'ত (সুপারিশ) পাইবার আশায় যিয়ারত করা হয় ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারতের সম্পূর্ণ খেলাফ এবং তাঁহার আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী। ঐরূপ যিয়ারত হইল আল্লাহর সাথে শিরক করা অথবা শিরকের একটি মাধ্যম, যাহা পবিত্র হজ্জের যাবতীয় কাজ কর্ম এবং মূল হজ্জের উদ্দেশ্যেরই বিপরীত।

কিছু কিছু হাজী সাহেবান এমনও আছেন যাহারা শুধু শুধু শারীরিক কষ্ট করিয়া, টাকা–পয়সা খরচ করিয়া মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের বিভিন্ন স্থানে কল্পিত মাজার সমূহে দৌড়াদৌড়ি

(১) মৃত যদি মুসলিম হইয়া থাকে তবে, তাহার জন্য ক্ষমা ও দয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা।

করিতে থাকে। যেমন– তাহারা মক্কা শরীফে "গারে হেরা" হেরা পর্বতে যাইয়া উঠে, আবার কেউ কেউ গারে সাওর ইত্যাদি পর্বত সমূহে চলিয়া যায়। আসলে এই পাহাড়–পর্বতের যিয়ারত কোন শরীয়ত সম্মত যিয়ারত নহে। ওদিকে মদীনা শরীফে লোকজন "সাত মস্‌জিদে" যায়, কিবলাতাইন মসজিদে যায় এবং এই সব যায়গা সমূহ ছাড়াও আরও কিছু নির্দিষ্ট স্থানসমূহে নামাজ পড়িবার উদ্দেশ্যে এবং দোয়া করিবার ইচ্ছায় ও ঐ সকল স্থানের ফায়েজ এবং বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে যাইয়া থাকে। এইসব যায়গায় চাই মক্কায়ই হউক বা মদীনাতেই হউক, উহার যিয়ারতে যাওয়া এবং উহাতে বেশী সওয়াবের আশায় ইবাদত করা ইসলাম ধর্মে বিদআত বা নূতন সংযোজন বলে পরিগণিত। পৃথিবীর বুকে মাসজিদুল হারাম, রাসূলুল্লা'হর মসজিদ এবং আল–আকসা মসজিদ এই তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদে বেশী সওয়াবের আশায় নামাজ পড়িবার জন্য যাওয়া ঠিক নয়। তবে যাহারা মদীনায় আছেন তাহাদের জন্য "কুবা" মসজিদে নামাজ পড়িবার জন্য যাওয়া জায়েজ আছে। তাহা ছাড়া মক্কা, মদীনা বা অন্য কোথাও[১] এমন কোন স্থান বা গুহা নাই যাহা দ্বীন–ইসলামী শরীয়তে যিয়ারতের জন্য যোগ্য হইতে পারে। কেননা, উহার যিয়ারতের পক্ষে কোন দলিল নাই। হাজীগণ যেহেতু আল্লাহর নিকট হইতে সাওয়াব ও নেকী পাইবার বাসনা ও উদ্দেশ্য লইয়া আপন আপন ঘরবাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছেন, তাই, মহান আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূল

(১) হাঁ শুধু কবর সমূহের যিয়ারত শরীয়ত সম্মত নিয়ম অনুযায়ী হইলে জায়েজ হইবে।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যতটুকু আমল করা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, হাজী সাহেবগণ যেন শুধু ততটুকুই পালন করেন। হাজী সাহেব যদি মসজিদুল হারামে এবং নবীজী'র মসজিদে নামাজ পড়িবার জন্য সময় বাঁচাইত এবং আল্লাহর পছন্দনীয় রাস্তায় উহা খরচ করিত ও গরীব দুঃখী অভাবীদের মধ্যে ছাদকা বন্টন করিত, তাহা হইলে ঐ হাজী সাহেব অবশ্যই সওয়াব ও নেকী পাইতো। অপর পক্ষে, ঐ হাজী সাহেবই যদি সাওয়াবের এতসব সুযোগ-সুবিধা ছাড়িয়া ঘৃণিত বিদআ'ত এবং কুসংস্কারের পিছনে সময় নষ্ট করে, তাহা হইলে সে অবশ্যই গুনাহগার হইবে এবং পরিণামে শাস্তির যোগ্য হইবে।

অতএব, এই সকল বিষয়ের প্রতি হাজী ভাইদের সজাগ ও সতর্ক থাকা উচিৎ এবং বিদআ'তী ও গন্ডমুর্খ লোকের অনুকরণ করিয়া অনর্থক ধোকায় পড়া হইতে বাঁচিয়া থাকা উচিত।

হজ্জ ও ওমরার কোন কোন বই পুস্তকে এমন অনেক কথা লেখা আছে, যাহাতে ঐসব বিদআ'তের প্রচার ও রেওয়াজ হইয়া চলিয়াছে, তাহা দেখিয়াও যেন কেহ ধোকায় না পড়ে। সকল হাজীদেরই উচিত তাহাদের সুষ্ঠু আকীদা এবং পবিত্র হজ্জ ঠিক রাখিতে হইলে তাহারা যেন কুরআন-হাদীসের আলোকে লিখিত হজ্জ ও ওমরার নির্ভরযোগ্য বইপত্র পড়িয়া চলেন এবং যে সব বিষয়ে খটকা লাগিতে পারে সেসব বিষয়ে ভালোভাবে আলেমদের নিকট হইতেপরামর্শ গ্রহণ করেন।

যে সকল ভুল ত্রুটি হজ্জের আমলের সাথে সম্পর্কিত
তন্মধ্যে ঃ প্রথমত ইহরামের ভুল ত্রুটি ঃ

১। উড়োজাহাজে আগমনকারী এমন অনেক হাজী সাহেব আছেন, যাহারা আগে ইহরাম না বাঁধিয়া জেদ্দা এয়ারপোর্টে নামা পর্যন্ত ইহরাম বাঁধিতে দেরী করেন এবং জেদ্দা এয়ারপোর্টে নামিয়া সেখান হইতে ইহরাম বাঁধেন। অথচ, যেই মীকাতের উপর দিয়া তাহারা হারামের অঞ্চলে ঢুকিবেন তাহা বিনা ইহরামেই পার হইয়া আসিয়াছেন। এই সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন ঃ

هُنَّ لأَهْلِهِنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ

উচ্চারণ ঃ "হুন্না লি আহলি হিন্না ওয়ালিমান আতা আলাইহিন্না মিন গাইরি আহলি হিন্না"।

অর্থ ঃ ঐ মীকাতগুলি ঐ অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য এবং ঐ অঞ্চলের লোক ছাড়াও যাহারা ঐ পথে আসিবেন তাহাদেরও ইহরাম বাঁধিবার মীকাত"। অতএব, যাহারা হজ্জ অথবা ওমরার ইচ্ছায় বিমান বা স্থল পথে মীকাত পর্যন্ত পৌঁছিবে বা মীকাত বরাবর হইবে ওই মীকাতের স্থান হইতে তাহাদের ইহরাম বাঁধিতে হইবে।[১] এখন যদি কেহ মীকাত পার হইয়া যায় এবং মীকাত ছাড়া অন্যত্র ইহরাম বাঁধে, তাহা হইলে সে হজ্জের একটি ওয়াজিব ছাড়িয়া দিল। ইহাতে সে গুনাহগার হইল এবং

(১) অথবা মীকাত বরাবর স্থান হইতে ইহরাম বাঁধিবে।

এইজন্য তাহাকে একটি দম বা ফিদিয়া দিতে হইবে। আসলে জেদ্দা তো একমাত্র জেদ্দাবাসী ছাড়া অন্য কাহারও হজ্জ বা ওমরার ইহরাম বাঁধিবার মীকাত নহে।

২। কতক হাজী সাহেব ইহরাম বাঁধিয়া (এই ইহরামের পোশাকে) তাহাদের হজ্জের স্মরণীকা স্বরূপ ছবি তুলিয়া বন্ধু-বান্ধব ও দেশের লোকজনকে দেখাইবার জন্য সাথে রাখে। এইভাবে ফটো তোলার কাজটি দুই দিক হইতে নাজায়েজ (অন্যায়)।

প্রথমত ঃ হাদীসের বর্ণনা ও সতর্কবাণী অনুযায়ী মূলতঃ ফটো তোলাটাই হারাম। আর, হাজী সাহেব যেহেতু ইবাদতের জন্য ইহরাম বাঁধিয়াছেন, তাই এমন একটি হারাম, নাজায়েজ এবং গুনাহের কাজ দ্বারা পবিত্র হজ্জের ইবাদত শুরু করা তাহার পক্ষে শোভা পায় না।

দ্বিতীয়ত ঃ এইরূপ ফটো তোলা "রিয়া" ও লোক দেখানোর মধ্যে গণ্য হইবে। কেননা, হাজী সাহেব যখন ইচ্ছা করিবেন যে, সে তাহার হজ্জ ও ইহরামের অবস্থায় তোলা ফটো মানুষকে দেখাইবেন এবং মানুষ তাহা দেখিবে, তখনই ইহা হইবে একটি "রিয়া" বা লোক দেখানো কাজ। আর এই "রিয়া" মানুষের আমলকে নষ্ট করিয়া ফেলে। প্রকৃত পক্ষে 'রিয়া' হইল ছোট ধরনের শিরক্। আর এই 'রিয়া' হইল মুনাফিকদের অন্যতম একটি দুশ্চরিত্র।

৩। কতক হাজী সাহেবের এইরূপ বিশ্বাসও আছে যে, মানুষ যখন ইহরামের ইচ্ছা করিবে তখন সে যেন তাহার (ইহরামের পরে) প্রয়োজনীয় সকল বস্তু যেমন জুতা, টাকা-পয়সা ইত্যাদি

ইহরামের সময়ই উপস্থিত করিয়া লয়। কেননা, ইহরামের সময় সে যে সকল বস্তু হাজির করে নাই ইহরামের পর সে ঐ সব বস্তু আর ব্যবহার করিতে পারিবেনা। মূলতঃ এইরূপ ধারণা করা বা বিশ্বাস রাখা একেবারেই ভূল এবং মুর্খতা। ইহরামের সময় এইরূপ করার কোনই দরকার নাই। ইহরামের সময় উপস্থিত করে নাই এমন জিনিস পত্র ইহরামের পর ব্যাবহার করা হারাম নহে। বরং সে যাহা কিছু প্রয়োজন মনে করিবে তাহা ইচ্ছামত কিনিয়া লইবে এবং পছন্দমত ব্যবহার করিবে, ইহা জায়েজ আছে। ইহরামের কাপড়ও অনুরূপ কাপড় দ্বারা বদলাইতে পারিবে। প্রয়োজনে তাহার পায়ের জুতাও অন্য জুতা দ্বারা বদলাইতে পারিবে। শুধুমাত্র জানা -শোনা যেসব কাজে ইহরাম ভঙ্গ হইয়া যায় ঐ গুলি না করিলেই যথেষ্ট।

৪। কতক লোক ইহরাম বাঁধিবার পরই কাঁধ খুলিয়া "ইজতেবার" অবস্থায় চলা-ফেরা করে। আসলে শুধু তাওয়াফ -ই-কুদুম ও ওমরার তাওয়াফে 'ইজতেবা' করিবার নিয়ম আছে। তাহা ছাড়া অন্য কোন তাওয়াফে 'ইজতেবা' করিবার বিধান নাই। আর ইজতেবার অবস্থা ছাড়া সর্বাবস্থায় ইহরামের চাদর দ্বারা দুই কাঁধ ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। (১)

৫। কোন কোন মহিলা এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকে যে, ইহরাম বাঁধিবার জন্য বিশেষ কোন রং এর কাপড় বাছিয়া লইতে হইবে, যেমন সুবজ রং। ইহাও একটি ভুল ধারণা।

---

(১) কারণ ইহাই উত্তম, বিশেষ করিয়া নামাজের সময়।

কেননা, মহিলাদের ইহরামের সময় পরিধান করিবার জন্য নির্দিষ্ট কোন রং এর কাপড় নির্দ্ধারিত নাই। বরং মহিলাগণ তাহাদের সাধারণ কাপড়েই ইহরাম বাঁধিবে। তবে সৌন্দর্য্য প্রকাশকারী কোন কাপড় অথবা অতিশয় টাইট ও চাপা কাপড় (যাহা ঢিলা ঢালা নয়) অথবা খুব মসৃণ বা পাতলা জালজাল কাপড় যাহার মধ্য দিয়া শরীর দেখা যায়, এমন কাপড় পরিধান করা যেমন– ইহরামের সময় জায়েজ নয়, তেমনই অন্য কোন সময়ও উহা পরিধান করা জায়েজ হইবেনা।

৬। কোন কোন মহিলা ইহরামের পর তাহাদের মাথায় পাগড়ী বা টোপরের মত একটা কিছু ব্যবহার করে, যাহাতে চেহারা ঢাকিবার ব্যবস্থা থাকে অথচ চেহারায় উহা স্পর্শ করে না। আসলে ইহাও ভুল এবং অতিরিক্ত কাজ, যাহার কোনই প্রয়োজন নাই, এইরূপ করিবার পক্ষে কোন দলিল প্রমাণও নাই। এই সম্পর্কে হযরত আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা'র একটি হাদীসে পাওয়া যায় যে, মহিলাগণ ইহরাম অবস্থায় পুরুষদের নজর হইতে নিজেদের মুখমণ্ডল ঢাকিয়া রাখিত। তিনি এই হাদীসে মহিলাদের মাথায় পাগড়ী অথবা টোপর ব্যবহারের উল্লেখ করেন নাই। অতএব, মুখের পর্দা ছোঁয়ায় কোন দোষ নাই।

৭। কোন কোন মহিলা তাহাদের হজ্জ অথবা ওমরা আদায়ের নিয়তে মীকাত পার হইবার সময় "হায়েজ" অর্থাৎ মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হইলে আর ইহরাম বাঁধেনা। তাহাদের বা তাহাদের অভিভাবকদের ধারণা বা বিশ্বাস এই যে, ইহরাম বাঁধিতে হইলে "হায়েজ" তথা ঋতু হইতে পবিত্র হইতে

হইবে। এই ধারণা করিয়া তাহারা ইহরাম না বাঁধিয়াই মীকাত পার হইয়া যায়। আসলে ইহাও বড় রকমের ভুল। কেননা, ঋতুস্রাব চলাকালীন ইহরাম বাঁধা নিষিদ্ধ নহে। অতএব, ঋতুবতী মহিলাও ইহরাম বাঁধিবে এবং অন্যান্য হাজীদের মতই হজ্জের সকল কাজকর্ম করিয়া যাইবে। শুধুমাত্র কাবা ঘরের তাওয়াফ ঋতুস্রাব অবস্থায় করিতে পারিবেনা। হাদীস অনুযায়ী ঋতুবতী মহিলাগণ ঋতু হইতে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করা স্থগিত রাখিবে এবং পবিত্রতার পর তাওয়াফ আদায় করিবে। যদি কোন মহিলা ঋতুস্রাব শুরু হইবার কারণে ইহরাম না বাঁধিয়াই মীকাত পার হইয়া যায় এবং পরে মীকাতে প্রত্যার্তন করিয়া মীকাত হইতে ইহরাম বাঁধে, তাহাতে কোন দোষ নাই, এবং এই জন্য কোন ফিদিয়াও দিতে হইবে না। আর, যদি মীকাতে ফিরিয়া না যাইয়া হারামের এলাকার ভিতরে থাকিয়া ইহরাম বাঁধে তবে একটি ওয়াজিব ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এই জন্য ঐ মহিলার উপর একটি "দম" অর্থাৎ ফিদিয়া দেওয়া ওয়াজিব হইবে।

দ্বিতীয়তঃ তাওয়াফের মধ্যে (যেসব ভুল ত্রুটি হইয়া থাকে)

বহু হাজী সাহেব তাওয়াফের সময় বিশেষ বিশেষ দোয়া বাছিয়া লইয়া থাকে এবং হজ্জ ও ওমরা নামক বই দেখিয়া দেখিয়া পড়িতে থাকে। আবার কখনও একজনে বই দেখিয়া দেখিয়া দোয়া গুলি উচ্চস্বরে পাঠ করিতে থাকে এবং তাহার সাথীগণ জামা'ত বাঁধিয়া সমস্বরে উহার প্রতিধ্বনী করিতে থাকে,

ইহাও দুইটি কারণে ভুল।

প্রথমতঃ সে এইস্থানের জন্য এমন সব দোয়া বাধ্যতামূলক হিসাবে বাছাই করিয়া লইয়াছে, যাহা এই স্থানের জন্য নির্ধারিত নহে। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ হইতে তাওয়াফের জন্য নির্দিষ্ট কোন দোয়া সাবেত হয় নাই।

দ্বিতীয়ত ঃ জামা'ত বা দলবদ্ধভাবে উচ্চস্বরে দোয়া করা বিদআ'ত। এতদ্ব্যতীত এইরূপ করিলে অন্যান্য যাহারা তাওয়াফ করিতেছেন তাহাদের মনোযোগে বিঘ্ন ঘটা স্বাভাবিক। তাওয়াফের সময় শরীয়তের বিধান হইল প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে নিজে এবং চুপে চুপে দোয়া করিবে।

২। কতক হাজী সাহেব "রুকনে ইয়ামানী"তে চুম্বন করেন ইহাও ভুল। কেননা, রুকনে ইয়ামানী শুধু হাত দিয়া ছুঁইতে হয়; চুম্বন করিতে হয় না। কেবল মাত্র "হাজরে আসওয়াদ" (কালপাথর)কে চুম্বন করিতে হয়। তাহাও যদি সম্ভব হয়, তবে হাজরে আসওয়াদ'কে চুম্বন করিতে হয় ; আর যদি (ভিড়ের কারণে) তা সম্ভব না হয় তাহা হইলে দূর হইতে হাত দিয়া শুধু ইশারা করিতে হয়, রুকনে ইয়ামনী হাত দ্বারা স্পর্শ করিতে হয় চুম্বন করিতে হয় না। ভীড়ের মধ্যে দূর হইতে ইশারাও করিতে হয় না। অন্য কোন রুকন বা কোনায় হাত দ্বারা স্পর্শ করিতে হয় না, এবং ইশারাও করিতে হয় না।

৩। অনেক লোক হাজরে আসওয়াদকে হাত দ্বারা ছুঁইবার বা চুম্বন দিবার জন্য ভীড়তো করেই ; ধাক্কা–ধাক্কিও করে। আসলে ইহা শরীয়ত সম্মত নয়। কেননা, এই তাওয়াফের সময় ভীড় করিলে ভীষণ অসুবিধা হয় এবং মানুষের জীবনের উপর বিপদের ঝুকি আসে। এতদ্ব্যতীত এইরূপ ভীড়ের মধ্যে পুরুষ ও মহিলাদের ধাক্কা–ধাক্কির মধ্যে ফেৎনা সৃষ্টি তথা গুনাহের ভয় আছে। এই তাওয়াফের জন্য শরীয়তের বিধান হইল ঃ

হাজরে আসওয়াদকে সম্ভব উপায়ে হাতদ্বারা স্পর্শ করা ও চুম্বন দেওয়া। পুরুষ ও মহিলার ভীড়ের কারণে হাজরে আসওয়াদকে হাতে স্পর্শ করা ও চুম্বন দেওয়া সম্ভব না হইলে ভীড় সৃষ্টি না করিয়া, জীবনের ঝুকি ও গুনাহের মধ্যে না যাইয়া দূর হইতে শুধু হাত দ্বারা ইশারা করিলেই যথেষ্ট হইবে। ইবাদত সব সময়ই সহজ ও কাঠিন্যহীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত। বিশেষ করিয়া হাজরে আসওয়াদ হাত দ্বারা স্পর্শ করা এবং সম্ভব হইলে চুম্বন করা একটি মুস্তাহাব কাজ ...., আর যদি তা সম্ভব না হয়, তা হইলে শুধু ইশারাই যথেষ্ট। ভীড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি করিলে হয়ত একটি হারাম কাজের মত বড় কোন গুনাহের কাজ ঘটিয়া যাইতে পারে। ভাবিয়া দেখুন, একটি সুন্নাত আদায় করিতে যাইয়া কি একটি হারাম কাজ করিবেন ?

তৃতীয়ত ঃ হজ্জ ও ওমরায় মাথার চুল খাটো করিতে (যেসব ভুল–ভ্রান্তি হইয়া থাকে) ঃ

অনেক হাজী যখন হালক্ব (মাথা ন্যাড়া) না করিয়া তাকছীর (মাথার চুল খাটো) করেন, তখন তাহারা সমস্ত চুলের অগ্রভাগ না কাটিয়া মাথার দুই এক যায়গায় চুলের আগা হইতে অল্প কিছু কাটিয়া ফেলাকেই যথেষ্ট মনে করেন। আসলে শুধু এতটুকু যায়গার চুলের আগা কাটিলেই (হজ্জ বা ওমরার কছরের জন্য) যথেষ্ট হয় না। কেননা, তাকছীর হইল– পূর্ণ মাথার সমস্ত চুলের আগা কাটিয়া ফেলা। কারণ, তাকছীর হালকের বদলে হয়, আর হালক্ব (মাথা ন্যাড়া করা) যেহেতু সমস্ত মাথা ব্যাপিয়া বুঝায়, তাই তাকছীরও হইতে হইবে পূর্ণ মাথা জুড়িয়া। এই সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালার বাণী উল্লেখ করা যায় ঃ

مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ

উচ্চারণ ঃ "মুহাল্লিক্বীনা রুউসাকুম ওয়া মুক্বাচ্ছিরীনা লা তাখাফুন।"

অর্থ ঃ তোমরা (কেহ) মাথা ন্যাড়া করিয়া আবার কেহ মাথার চুল খাটো করিয়া নির্ভয়ে (কাবা ঘরে প্রবেশ করিবে)।[১] অথচ যে ব্যক্তি তাহার মাথার কিছু অংশের চুল ছোট করিল তাহাকে বলা হইবে যে, সে কিছু অংশ তাকছীর করিয়াছে ; পূর্ণ মাথা কছর করিয়াছে এইরূপ বলা যাইবেনা। কেননা, সেতো তাহার মাথার মাত্র অল্প কিছু চুলের অগ্রভাগ কাটিয়াছে।

(১) সূরা আল–ফাত্হ, আয়াত ঃ ২৭

চতুর্থত ঃ আরাফার ময়দানের অবস্থানে (যেসব ভুল–ত্রুটি হইয়া থাকে)

অনেক হাজী সাহেব আরাফায় অবস্থানের নির্দিষ্ট স্থান কোথায় তাহা যাচাইও করে না, আরাফার ময়দানের সীমা লেখা সাইনবোর্ড না পড়িয়াই আরাফার ময়দানের সীমার বাহিরেই বসিয়া পড়ে। যদি এইভাবে কেহ আরাফার ময়দানের বাইরেই অবস্থান করে এবং আরাফার ময়দানে অবস্থানের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আরাফার সীমায় কিছুক্ষণের জন্যও প্রবেশ না করে, তবে হইলে তাহার হজ্জই সহীহ হইবে না। সুতরাং প্রত্যেক হাজী সাহেবকে এই বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক হইতে হইবে এবং আরাফার সীমা সম্পর্কে সঠিকভাবে জানিয়া নিশ্চিত হইতে হইবে , যে তাহার অবস্থান আরাফার ময়দানের ভিতরেই হইতেছে।

২। কোন কোন হাজী সাহেবের বিশ্বাস যে, আরাফার ময়দানে অবস্থান শুদ্ধ হইবার জন্য "জাবালুর রহমাত" অর্থাৎ রহমতের পাহাড় চোখে দেখিতে হইবে অথবা জাবালে রহমাতের ধারে কাছে যাইতে হইবে এবং সেই পাহাড়ের উপর উঠিতে হইবে। এইরূপ বিশ্বাস করিয়া তাহারা অনেক কষ্ট–ক্লেশ এবং শারীরিক যাতনা সহ্য করিয়া জীবন বাজী রাখিয়া জাবালে রহমাতের কিনারায় যান এবং উহাতে আরোহণ করে। আসলে এইগুলির কোনই দরকার নাই। দরকার হইল আরাফার ময়দানের যে কোন স্থানে তাহাদের অবস্থান করা এই সম্পর্কে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে হেদায়েত

আসিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন ঃ-

" وعرفة كلها مواقف وارفعوا عن بطن عرنة "

উচ্চারণ ঃ " ওয়া আরাফাতু কুল্লুহা মাওয়াক্বিফুন ওয়ার ফাউ আন বাত্বনি উরানাহ্"।

অর্থ ঃ আরাফার ময়দান পুরাটাই অবস্থানের (যোগ্য) স্থান, তবে উরানা উপত্যকার নিম্নভূমি হইতে উপরে উঁচু এলাকায় উঠিয়া অবস্থান করিও।" ইহাতে তাহারা (হাজিগণ) ঐ পাহাড় দেখুক আর না-ই দেখুক, উভয়ই সমান। হাজিদের অনেকে দো'আ করিবার সময় উক্ত পাহাড়েরর দিকে মুখ করিয়া দোয়া করে ; অথচ শরীয়তের বিধান হইল দোয়ার সময় কেবলামুখী[১] হইয়া দোয়া করা।

৩। কোন কোন হাজী সাহেব সূর্য্য অস্ত যাওয়ার আগেই আরাফার ময়দান হইতে বাহির হইয়া পড়েন। অথচ, এইরূপ করা জায়েজ নয়। কেননা, আরাফা ময়দান হইতে বাহির হইবার সময়সীমা "সূর্য্য অস্ত যাওয়ার" দ্বারা নির্ধারিত করা হইয়াছে। এখন যে ব্যক্তি এই নির্ধারিত সময়ের আগে আরাফা হইতে বাহির হইয়া পড়িবে এবং ভিতরে ফিরিয়া যাইবেনা, সে হজ্জের একটি ওয়াজিব ছাড়িয়া দিল, এইজন্য তাহার তওবা করিতে হইবে এবং একটি ফিদিয়া দিতে হইবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত

(১) এই পাহাড়তো আর কেবলা নহে।

আরাফার ময়দানে দাঁড়াইয়া ছিলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন ঃ

(خُذُوْا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ)

উচ্চারন ঃ "খুজূ আন্নি মানা সিকাকুম"

অর্থঃ "হে লোক সকল ! আমার নিকট হইতে তোমরা তোমাদের হজ্জের কার্যাবলী শিখিয়া লও "।

পঞ্চমতঃ মুজদালিফায় (যেসব ভুল–ত্রুটি হইয়া থাকে)ঃ

হাজি সাহেব যখন মুজদালিফায় পৌঁছিবেন তখন তাহার করণীয় হইল ঃ

মাগরিব ও এশার নামাজ 'জমা তা'খীর' অর্থাৎ মাগরিবের নামাজকে এশার ওয়াক্তে নিয়া এশার নামাজের সাথে এক আজান ও দুই ইক্বামতে আদায় করিবে। মুজদালিফা প্রান্তরে রাত্রি যাপন করিবে এবং সেখানেই ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করিবে। ইহার পর মিনার দিকে রওয়ানা হইবে।

আর যাহাদের ওজর (অতি প্রয়োজন বা অক্ষমতা) আছে বিশেষ করিয়া মহিলা, বৃদ্ধ এবং শিশু ও ইহাদের দেখা–শোনা করিবার মত অভিভাবক তাহাদের মধ্য রাত্রির পর মুজদালিফা হইতে মিনার দিকে রওয়ানা হওয়া জায়েজ আছে। কিন্তু এই হজ্জের ইবাদতে অনেক হাজী সাহবের এমনও ভুল হইয়া

থাকে যে, তিনি মুজদালিফার সীমা ঠিকমত না জানার ফলে এবং কোন যাঁচাই-বাছাই না করার কারণে মুজদালিফার সীমার বাহিরেই রাত্রি যাপন করেন। আবার কেহ কেহ মধ্য রাত্রির আগেই মুজদালিফা হইতে বাহির হইয়া পড়েন এবং মুজাদালিফায় রাত্রি যাপন করেন না। যিনি বিনা কারণে মুজদালিফায় রাত্রি যাপন করিবেন না তাহার একটি ওয়াজিব ছুটিয়া যাইবে। এইজন্য তাহার তওবা ও এস্তেগফার করিতে হইবে এবং একটি ফিদিয়া দিতে হইবে।

ষষ্ঠত ঃ পাথর নিক্ষেপের সময় (যে সকল ভুল-ত্রুটি হইয়া থাকে) ঃ

জামারাতে পাথর নিক্ষেপ করা হজ্জের অন্যতম একটি ওয়াজিব। পাথর নিক্ষেপের নিয়ম হইল ঃ

হাজীগণ ১০ই জিলহজ্জ ঈদের দিন শুধু জামরাতুল আকাবাতে পাথর নিক্ষেপ করিবে। ঈদের রাতের দ্বিতীয়ার্ধ সময় হইতে পাথর নিক্ষেপ করা জায়েজ। তিনটি জামরায় আয়্যামে তাশরীকের [১] দিনগুলিতে প্রতিদিন সূর্য্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িবার পর পাথর মারিবে। ইহার মধ্যে অনেক হাজী সাহেবেরই নানা রকম ভুল-ত্রুটি হইয়া থাকে, উহার কিছু বিবরণ নীচে দেওয়া হইল ঃ

১। হাজী সাহেবদের কেহ কেহ পাথর নিক্ষেপের জন্য নির্ধারিত সময় ছাড়া অন্য সময় পাথর নিক্ষেপ করিয়া থাকেন,

(১) আইয়্যামে তাশরীক হইল ঃ ১১, ১২ ও ১৩ই জিলহজ্জ।

যেমন– ঈদের রাতের অর্ধেক না হইতেই জামরাতুল আকাবাতে তিনটি জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। অথবা ঐ আইয়্যামে তাশরীকের দিনগুলিতে সূর্য্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িবার আগেই পাথর নিক্ষেপ করিয়া আসেন। এইরূপ পাথর নিক্ষেপে ওয়াজিব আদায় হইবে না। কেননা, উহা পাথর মারিবার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের বাহিরে। এই কাজ নামাজের জন্য নির্ধারিত ওয়াক্তের আগেই নামাজ পড়ার মত ভুল হিসাবে গণ্য হইবে।

২। আবার হাজীদের মধ্যে কেহ কেহ পাথর নিক্ষেপের সময় জামারাত গুলির তরতিব তথা (ক্রমিক) পদ্ধতি ঠিক রাখেন না, যেমন কেহ প্রথমেই মধ্যম অথবা বড় জামরাহ হইতে শুরু করিল, বরং ওয়াজিব হইল প্রথম ছোট জামরাহ, ইহার পর মধ্যম জামরাহ এবং শেষে বড় জামরায় পাথর নিক্ষেপ করা।

৩। আবার হাজীদের কেহ কেহ নির্ধারিত স্থান (জামরাতের হাউজ) বাদ দিয়া অন্য জায়গায় পাথর নিক্ষেপ করিয়া আসে, যেমন অনেক দূর হইতে পাথর নিক্ষেপ করে বলিয়া উহা জামরার হাউজে পৌঁছেনা। অথবা পাথরগুলি খুব জোরে ছুঁড়িয়া মারার কারণে দেয়ালে লাগিয়া ছিটকাইয়া দূরে যাইয়া পড়ে, হাউজে পড়েনা। এইরূপ পাথর নিক্ষেপ করিলে তাহাতে ওয়াজিব আদায় হইবেনা। কেননা, উহা নির্দিষ্ট স্থানে পড়েনাই। ইহার একমাত্র কারণ অজ্ঞতা, তাড়াহুড়া করা অথবা এই ওয়াজিবটির প্রতি গুরুত্ব না দেওয়া।

৪। হাজীদের কেহ কেহ আবার আইয়্যামে তাশরীকের (তিন দিনের) পাথর নিক্ষেপের কাজ আইয়্যামে তাশরীকের প্রথম দিনেই সব পাথর একত্রে নিক্ষেপ করিয়া হজ্জ পূর্ণ না করিয়াই

দেশের পথে রওয়ানা হইয়া পড়েন। আবার অনেক হাজী সাহেব প্রথম দিন নিজের পাথর নিজেই নিক্ষেপ করে, কিন্তু বাকী দিনগুলিতে পাথর নিক্ষেপের জন্য অন্যকে উকিল (প্রতিনিধি) নিযুক্ত করিয়া দেশে রওয়ানা হইয়া যায়। আসলে এইরূপ কাজ হজ্জের আমল লইয়া ছলচাতুরী করা এবং শয়তানের ধোকায় পড়ার অন্তর্ভুক্ত।

লক্ষ্য করুন, এই লোক পবিত্র হজ্জ আদায়ের জন্য এতসব কষ্ট–ক্লেশ স্বীকার করিয়াছে, অসংখ্য টাকা–পয়সাও খরচ করিয়াছে, এখন শেষ পর্যায়ে যখন আর কিছু কাজ (তেমন কঠিনও নয়) বাকী আছে, এমন সময় শয়তান তাহাকে লইয়া খেলিতে শুরু করিয়াছে এবং তাহার হজ্জের কাজে কত বড় ত্রুটি ঢুকাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছে, যাহার কারণে সে হজ্জের অন্যতম কয়েকটি ওয়াজিবই ছাড়িয়া দিল। যেমন ঃ

(১) আইয়্যামে তাশরীকের বাকী দিনগুলিতে পাথর নিক্ষেপ করা।

(২) আইয়্যামে তাশরীকের রাত্রিগুলি মিনায় অতিবাহিত করা।

(৩) সময় না হইতেই বিদায়ী তাওয়াফ করা।

কেননা, বিদায়ী তাওয়াফ হইবে হজ্জের দিনগুলি ও উহার যাবতীয় কাজ–কর্ম শেষ হইবার পর বিদায়ের পূর্বক্ষনে।

অতএব এই ব্যক্তি যদি হজ্জই না করিতেন তাহা হইলে শারীরিক পরিশ্রম ও টাকা পয়সা নষ্ট করা হইতে বাঁচিয়া যাইতেন। আর তাহাই ছিল ভালো। যেহেতু মহান আল্লাহ তায়ালা আদেশ করিয়াছেন ঃ

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

উচ্চারণ ঃ "ওয়া আতিম্মুল হাজ্জা ওয়াল ওমরাতা লিল্লাহি"।(১)

অর্থ ঃ " এবং তোমরা হজ্জ ও ওমরাকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ করিবে।"

এখন হজ্জ ও ওমরা সম্পূর্ণভাবে পালন করিবার অর্থ হইল ঃ যিনি হজ্জ ও ওমরার ইহরাম বাঁধিয়াছেন তিনি হজ্জ ও ওমরার সকল কাজকর্ম যথারীতি এবং শরীয়তের বিধান অনুযায়ী পরিপূর্ণরূপে আদায় করিবেন এবং একমাত্র আল্লাহকে খুশী করিবার জন্য নিয়ত খালেছ করিবেন।

৫। মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফে যে, "আস্তা'জীল" তাড়াতাড়ি করার কথা বলিয়াছেন, কোন কোন হাজী সাহেব উহার ভুল অর্থ বুঝিয়া থাকে। মহান আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

উচ্চারণ ঃ "ফামান তা'আজ্জালা ফি ইয়াওমাইনি ফালা ইস্‌মা আলাইহি, ওয়ামান তা'আখ্‌খারা ফালা ইস্‌মা আলাইহি।"

(১) সূরা আল-বাকারা, আয়াত-১৯৬।

অর্থ ঃ "আর যে ব্যক্তি দুই দিনে (হজ্জের কাজ-কর্ম শেষ করিবার ইচ্ছায়) তাড়াতাড়ি করিবে তাহার কোন গুনাহ হইবেনা, আবার যে বক্তি (তিনদিনে হজ্জের কাজ শেষ করিতে) দেরী করিবে তাহারও কোন গুনাহ হইবে না।(১)

এখন যদি কেহ মনে করে যে, "ইয়াওমাইন" দুইদিন বলিতে ঈদের দিন ও আর একদিন (১০ ও ১১ই জিলহজ্জ) বুঝিয়া থাকে এবং সে ১১ই জিলহজ্জ পাথর নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যায় ও বলে "আনা মুতা'আজ্জিল" অর্থাৎ আমি তাড়াতাড়ি করিতেছি তাই আমি হজ্জের কাজ সংক্ষেপে শেষ করিয়া চলিয়া যাইতেছি" ইহা জঘন্য রকমের ভুল হইবে। ইহার কারণ হইল মূর্খতা । কারণ দুইদিন বলিতে এখানে ১১ ও ১২ই জিলহজ্জ বুঝানো হইয়াছে। যে ব্যক্তি এই দুই দিনে তাড়াতাড়ি করিয়া হজ্জের কাজ শেষ করিতে চাহিবে এবং ১২ই জিলহজ্জ সূর্য্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িবার পর পাথর নিক্ষেপ করিয়া মিনা হইতে রওয়ানা হইবে, তাহার কোন গুনাহ হইবে না। আর যে ব্যক্তি ১৩ই জিলহজ্জ পর্যন্ত দেরী করিয়া ১৩ই জিলহজ্জ সূর্য্য পশ্চিমে গড়াইয়া যাইবার পর যথারীতি পাথর নিক্ষেপ করিয়া মিনা ময়দান হইতে রওয়ানা হইবে (ইহাই অতি উত্তম ও সম্পূর্ণ) তাহারও কোন গুনাহ হইবে না।

(১) সূরা আল-বাকারা, আয়াত-২০৩।

সপ্তমত ঃ নবীজির মসজিদ যিয়ারতে (যে সব ভুল-ত্রুটি হইয়া থাকে) ঃ

নিঃসন্দেহে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদ যিয়ারত করা সুন্নাত। নবীজি'র হাদীসে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন ঃ

« لاتُشَدُّ الرِّحالُ إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدى هذا والمسجد الأقصى »

উচ্চারণ ঃ " লা-তুশাদ্দুর রিহালু ইল্লা ইলা সালাসাতি মাসাজিদা ঃ আল-মাসজিদুল হারাম, ওয়া মাসজিদি হাজা, ওয়াল মাসজিদুল আক্বছা।"

অর্থ ঃ "মাত্র তিনটি মসজিদ ছাড়া আর কোন স্থানের উদ্দেশ্যে সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য সফর করা বৈধ নয়। সেইগুলি হইল আল-মাসজিদুল হারাম, আমার এই মসজিদ এবং আল-আক্বছা মাসজিদ।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলিয়াছেনঃ "আমার মসজিদে এক রাকাত নামাজ পড়া হারাম শরীফের মসজিদ ছাড়া অন্য যে কোন মসজিদে এক হাজার রাকাত নামাজের চাইতেও উত্তম।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদ যিয়ারত করা এবং সেই জন্য প্রস্তুতি লইয়া সফর করাও শরীয়তে জায়েজ আছে। কিন্তু কোন কোন হাজী সাহেব এই বিষয়ে নানা রকম ভুল-ভ্রান্তি করিয়া ফেলেন, উহার কিছু বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

তাহাদের কাহারও বিশ্বাস যে মসজিদ-ই-নববীর যিয়ারত করা হজ্জের সাথে সম্পর্কিত একটি কাজ অথবা ইহা হজ্জেরই অংগ বা হজ্জের ইবাদতের পরিপূরক একটি কাজ। আসলে এইরূপ বিশ্বাস রাখা একেবারেই ভুল। কেননা, নবীজির মসজিদের যিয়ারতের জন্য সফরের কোন সময় নির্ধারিত নাই। মূলতঃ হজ্জের সাথে মসজিদে নববীর যিয়ারতের কোন সম্পর্কও নাই। অতএব, যে ব্যক্তি পবিত্র হজ্জ আদায় করিল এবং নবীজির মসজিদ যিয়ারত করিল না [১] তাহার হজ্জ অবশ্যই সহীহ এবং পরিপূর্ণ হজ্জ।

২।আবার অনেকের বিশ্বাস এইরূপ যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদ যিয়ারত করা ওয়াজিব। এইরূপ আকীদা বা বিশ্বাস রাখা মূলতঃ ভুল। কেননা, নবীর মসজিদ যিয়ারত করা সুন্নাত (ওয়াজিব নাহে)। যদি কেহ জীবনেও ঐ মসজিদ যিয়ারত করিতে না পারে, তবুও তাহার কোন গুনাহ হইবে না। আর, যে ব্যক্তি সহীহ শুদ্ধ নিয়তে উহার যিয়ারত করিবে তাহার অনেক সাওয়াব হইবে। অপরপক্ষে, যে উহার যিয়ারত করে নাই তাহার কোনই গুনাহ হয় নাই বা হইবেও না।

(১) ইহাতে হজ্জের কোনই ক্ষতি হইল না, কারণ হজ্জের সাথে মসজিদ যিয়ারতের কোন সম্পর্কই নাই।

৩। এই ব্যাপারে আর একটি ভুল এমন যে, কোন কোন হাজী সাহেব রাসূলের মসজিদের যিয়ারতকে রাসূলের যিয়ারত অথবা রাসূলের কবর যিয়ারত হিসাবে মনে করে। আসলে ইহা নামের ভুল, আবার এই সাথে আকীদাগত ভুলও হইতে পারে ; কেননা, আসল যে যিয়ারতের জন্য সে এতদূর সফর করিয়া আসিয়াছে, উহা হইল রাসূলের মসজিদের যিয়ারত এবং ঐ মসজিদে নামাজ আদায় করা। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর যিয়ারত করা এবং অন্যান্য কবর যেমন সাহাবায়ে কেরামদের কবর এবং শহীদদের কবর যিয়ারত ইত্যাদি, সবাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মসজিদ যিয়ারতের আওতায় আসিয়া পড়িবে। সর্বদা জানিয়া রাখিতে হইবে যে, শুধু কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কোন দিকে সফর করা যাইবে না। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন স্থানে ইবাদত করিবার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অতএব, নবী হউন আর ওলী হউন কাহারও কবর যিয়ারতের জন্য সফর করা যাইবেনা। এমনকি শুধু নামাজ পড়িবার উদ্দেশ্য লইয়া ঐ তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদের জন্যও সফর করা যাইবে না।

যে সমস্ত হাদীসে হাজী সাহেবদিগকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর যিয়ারত করিতে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে, ঐগুলি এমন পর্যায়ের হাদীস যাহার একটিও দলিল হিসাবে প্রমানস্বরূপ পেশ করা যায় না, কেননা, এইগুলি হয়

"মাউজু হাদীস" [১] বা বানানো হাদীস যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হইতে বর্ণিত নয় অথবা এইগুলি একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ের দুর্বল হাদীস ; হাদীসের ইমাম ও হাফেজগণ যা বিশদ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন।

তবে হাঁ, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদ যিয়ারত করিবেন তাহার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর ও অন্যান্য কবরগুলি যিয়ারত করা মুস্তাহাব এবং ঐ সব কবরগুলি যিয়ারত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর যিয়ারতের আওতাভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

শরীয়তের সাধারণ বিধান অনুযায়ী কবর যিয়ারতের শর্ত হইল ঃ

কবর যিয়ারত শরীয়ত সম্মত হইতে হইবে। মৃত ব্যক্তিদের প্রতি শুধু সালাম দেওয়া এবং তাহাদের জন্য আল্লাহর রেজামন্দি ও রহমত চাহিয়া একমাত্র আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করার মধ্যে সীমিত রাখিতে হইবে। অপরপক্ষে, কখনও আল্লাহকে বাদ দিয়া ঐ মৃত ব্যক্তিদের কাহারও নিকট সাহায্য কামনা বা কোন হাজত বা মনোবাসনা পূর্ণ করিবার দরখাস্ত পেশ করা যাইবে না। মৃত কবরবাসীদের নিকট কোনরকম সাহায্য চাওয়া বা কোন মাকছুদ হাসিলের জন্য কান্নাকাটি করিয়া কবর যিয়ারত করিলে তাহা হইবে শিরকী যিয়ারত, শরীয়তী যিয়ারত হইবে না।

---

(১) মাওজু হাদীস ঃ অর্থাৎ বানানো হাদীস, রাসূলুল্লাহর মুখের কথা নহে পরবর্তী কালে কেহ ঐ কথা নিজে বলিয়া হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছে। এইরূপ মাওজু হাদীস দ্বারা দলিল দেওয়া জায়েজ নহে।

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র মসজিদ যাহারা যিয়ারত করে তাহাদের অনেকেরই নানা ধরনের ভূলত্রুটি হইয়া থাকে, যেমন –তাহারা মনে করিয়া থাকে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা যেমন ৪০ (চল্লিশ) ওয়াক্ত নামাজ পড়িতে হইবে। আসলে ইহা ঠিক নহে। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহার মসজিদে যিয়ারতকারীর জন্য ঐ মসজিদে নামাজ পড়ার কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা বরাদ্দ করিয়া যান নাই। আর যে হাদীসে নির্ধারিত ৪০ (চল্লিশ) ওয়াক্তের কথার উল্লেখ পাওয়া যায় সেই হাদীসের বিশুদ্ধতার ভিত্তি নাই। অতএব, সেই হাদীস দ্বারা দলিল দেওয়া যাইবে না। ফলে, যিয়ারতকারীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদে তাহাদের সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী যত ওয়াক্ত নামাজ পড়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব তাহারা তত ওয়াক্তই পড়িবে। কোন সংখ্যা নির্ধারণ করিবেনা।

৫। যাহারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর যিয়ারত করে, তাহাদের অনেকেই অনেক বড় বড় ভূল এবং গুনাহের কাজ করিয়া ফেলে, যেমন– কবরের কাছে যাইয়া উচ্চ স্বরে দোয়া করে। তাহারা মনে করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবরের নিকট দোয়া করার বিশেষ কোন বৈশিষ্ট রহিয়াছে এইরূপ করাই শরীয়ত সম্মত বিষয়। আসলে, এইরূপ করা মস্ত বড় ভূল। কেননা, কবরের নিকট যাইয়া দোয়া করা ইসলামী শরীয়তে অবৈধ, যদিও প্রার্থনাকারী একমাত্র আল্লাহরই কাছে প্রার্থনা করিয়া থাকে। কেননা, ইহা জগন্য বিদআত এবং শিরকের একটি মাধ্যম। সালফে সালেহীন নেক পূর্বসুরীগণ নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবরের পাশে যাইয়া তাহাকে সালাম দিবার সময় কোন দোয়াই করিতেন না। তাহারা নবীজীকে সালাম করিয়া যাইতেন, ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই করিতেন না।

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ডাকিতে চায় সে যেন মসজিদে যাইয়া কেবলামুখী হইয়া আল্লাহকে ডাকে। কোন কবরের নিকট বা কবরের দিকে মুখ করিয়া যেন দোয়া না করে। কেননা, দোয়া করার জন্য কেবলা হইল কাবা শরীফ। সকলেরই এই বিষয়ে পূর্ণ ওয়াকিফহাল ও সতর্ক থাকা উচিত।

৬। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদ যিয়ারতকারীগণ যে সকল বড় বড় ভুল-ত্রুটি করিয়া থাকে তন্মধ্যে একটি হইল ঃ অনেকে মদীনা শরীফের এমন সব জায়াগায় ও মসজিদে চলিয়া যায়, যাহার যিয়ারত করা শরীয়ত-সম্মততো নয়ই, বরং উহা হারাম ঘোষিত বিদ'আত। যেমন –

مسجد الغمامة، مسجد القبلتين ، والمساجد السبعة .

উচ্চারণ ঃ "মাসজিদুল গামামাহ্, মাসজিদুল ক্বিবলাতাইন, ওয়াল মাসাজিদুস্ সাব্আহ্।"

অর্থাৎ ঃ আল-গামামাহ মসজিদ, কিবলাতাইন মসজিদ ও সাত মসজিদ ইত্যাদির যিয়ারত সাধারণ ও মূর্খ লোকেরা শরীয়ত সম্মত মনে করিয়া থাকে। আসলে ইহা একটি মস্ত বড় ভুল। কেননা, মদীনা শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের মসজিদ ও কুবা মসজিদে নামাজ পড়িবার উদ্দেশ্যে জিয়ারত ব্যতীত অন্য কোন স্থানের যিয়ারত করার পক্ষে শরীয়তী কোন বিধান নাই। ইহা ছাড়া মদীনা শরীফের বাকী মসজিদগুলি পৃথিবীর অন্যান্য মসজিদগুলিরই সমতুল্য এবং *পৃথিবীর অন্যান্য মসজিদের তুলনায় এইগুলির অতিরিক্ত কোন* বিশেষ গুরুত্ব নাই। ফলে আলাদাভাবে ঐগুলির যিয়ারত করার পক্ষে শরীয়তের কোন বৈধতা নাই।

অতএব, সকল মুসলিমেরই এই ব্যাপারে সচেতন হওয়া প্রয়োজন এবং তাহদের মূল্যবান সময় ও টাকা-পয়সা যেন ঐ খাতে আর ব্যয় না করা হয়। ইহা তো এমন একটি কাজ যাহা তাহাদিগকে আল্লাহ ও তাহার রহমত হইতে দূরে ঠেলিয়া দিবে। কেননা, মহান আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল যে সকল ইবাদতের বিধান করেন নাই, এমন ইবাদত যদি কেহ করে, তবে উহা তাহারই প্রতি প্রত্যাখ্যান করা হইবে এবং ঐ জন্য সে গুনাহগারও হইবে। এই সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্পষ্ট হাদীস রহিয়াছে, তিনি বলিয়াছেন ঃ

« من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ »

উচ্চারণ ঃ " মান আমিলা আমালান লাইছা আলাইহি আমরুনা ফাহুয়া রদ্দুন।"

অর্থঃ যদি কেহ এমন কোন কাজ করে যাহা আমাদের শরীয়ত মোতাবেক নয় উহা প্রত্যাখ্যাত হইবে। (কবুল করা হইবে না।)"

মদীনার ঐ সাত মসজিদের যিয়ারত, ঐ কিবলাতাইন

মসজিদের যিয়ারত, আল-গামামা মসজিদের যিয়ারত ইত্যাদির পক্ষে দলিল হিসাবে না আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন হাদীস বা আদেশ, আর এ ব্যাপারে না আছে রাসুলুল্লাহ'র বাস্তব কোন কাজ। সুতরাং এইসব কাজ রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) এর যুগের পরবর্তী লোকদের সৃষ্টি বা নব প্রবর্তিত বিদ'আত।

পরিশেষে, আমরা মহান আল্লাহর নিকট এই দোয়াই করি- তিনি যেন আমাদের সত্যকে সত্য বলিয়া দেখান এবং উহা অনুসরণ করার তাওফীক দান করেন, আর বাতিলকে বাতিল হিসাবেই দেখান এবং উহা হইতে দূরে থাকার তাওফীক দান করেন। সর্বশেষে, সেই মহান আল্লাহরই সকল প্রশংসা ঘোষণা করিতেছি যিনি সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক।

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ , তাঁহার বংশধরগণ ও সকল সাহাবীদের প্রতি দরুদ ও সালাম তথা শান্তি ও রহমত বর্ষন করুন।